জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফিরলেন ৭ শ্রমিক

রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন হরিয়ানায় আটক মালদহের ৭ শ্রমিক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শ্রমিকদের ফেরাতে হরিয়ানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে ব্যবসা করতে

উত্তরকে টেক্কা

জুন ও জুলাই মাসের হিসেব অনুযায়ী বৃষ্টির নিরিখে উত্তরকে টেক্কা দিল দক্ষিণ। দক্ষিণে ১৬% অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে। সবথেকে বেশি বৃষ্টি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে। উত্তরে ৩০% বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে

কলকাতা পুরসভায় বসছে সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধো-কানহুর মূর্তি

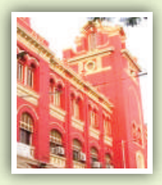

অপারেশন মহাদেব, নিকেশ পহেলগাঁওয়ের মাস্টারমাইন্ড

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬৬ • ২৯ জুলাই, ২০২৫ • ১২ শ্রাবণ ১৪৩২ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 66 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 29 JULY, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

প্রশাসনে কেন বিচারপতিরা হস্তক্ষেপ করবেন?

ওবিসি মামলা হাইকোর্টের নির্দেশ স্থগিত

প্রতিবেদন : রাজ্যের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না! সোমবার ওবিসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায় নিয়ে চূড়ান্ত বিস্ময় প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। প্রাথমিকভাবে এই রায়কে ভুল বলে পর্যবেক্ষণ করে স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলা ফের হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়ে নিষ্পত্তির চূড়ান্ত সময়সীমা নির্দেশ করে দিলেন বিচারপতি।

এদিন সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, হাইকোর্টের বিচারপতিকে আলাদা বেঞ্চ গঠন করে মামলাটি শুনতে হবে। সেক্ষেত্রে জুন

সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের জয় খুশি মুখ্যমন্ত্রী

মাসের সরকারি নির্দেশ মেনেই কাজ হবে বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলায় প্রথমেই প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন ও বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়ার বেঞ্চ বিস্ময় প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের রায় দেখে। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, এটা খুবই আশ্চর্যজনক! হাইকোর্ট কীভাবে তালিকা বাতিল করতে পারে! (এরপর ৮ পাতায়)

ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল। রবি ঠাকুরের ছবি হাতে বোলপুরে জনপ্লাবনে জননেত্রী। সোমবার।

বোলপুরে জনপ্লাবন

বাংলায় নাম বাদ দেবে! দামামা বাজবে দেশটা বিজেপির জমিদারি নয় : জননেত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের এজেন্সি ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে। বাংলায় নাম বাদ দিয়ে দেখুন, দামামা বাজিয়ে দেব। জো হামসে টকরায়েগা চুর চুর হো যায়েগা। সোমবার বোলপুরে ভাষা আন্দোলনের সূচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে একযোগে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, দেশের এক মন্ত্রী কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি এসে ডবল ইঞ্জিন সরকারের মতামত নিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছেন। আমরা মুখ বুজে এসব সহ্য করব না। লড়াই চলবে।

এদিন কেন্দ্র ও কমিশনকে একহাত নিয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বলছে

আজ ইলমবাজারে প্রশাসনিক জনসভা

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গেলে এপিক কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা বাড়ির দলিলেও হবে না। গুজরাত থেকে বসে লিস্ট ঠিক করছে। গুজরাত আমার শত্রু নয়। কিন্তু কেন এটা হচ্ছে? এটা তো বিজেপির এজেন্সি করছে। তারপরই নেত্রীর তোপ, বাংলায় নাম বাদ দিয়ে দেখুন। ছৌনাচ দেখবেন। ধামসা-মাদল দেখবেন। দামামা বাজিয়ে দেব। জেনুইন ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে মানুষকে হয়রানি করবেন না। আমি বেঁচে থাকতে এনআরসি করতে দেব না। হরিয়ানায় দশটা ডিটেনশন ক্যাম্প করেছে। অসমের ১০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। বাংলায় কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। জো হামসে টকরায়েগা চুর চুর হো যায়েগা। নেত্রী বলেন, মা-বোনেদের (এরপর ?? পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পায়রা

এক ঝাঁক সাদা পাখি
মনে হয় তাকিয়ে থাকি
পাখনা মেলে চলেছে তারা
মেঘের থেকেও শুভ্র ওরা!

বেলা শেষের সন্ধিক্ষণে
ঘরে ফেরার পথের টানে
চলেছে ওরা নিজের মনে
গাছের আড়ালে গোধূলি লগনে।।

সাঁঝের মাঝে পুজোর বাসরে
শঙ্খ বাজে যখন সাঁঝ আসরে
কাঁসর ঘণ্টায় ঢাকের আওয়াজ
পায়রাদের তখন ঘুমের মেজাজ।।

ভানুমতির খেলা ওদের খেল
খেলতে খেলতে জাদুর ভেল
জাদুকরের ডান্ডার স্পর্শ
আকাশে ওড়াও পায়রা হর্ষ।।

আধার-এপিক দিয়ে নাম তোলা যাবে ভোটার লিস্টে

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতে সজোরে ধাক্কা খেল নির্বাচন কমিশন। কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ভোটার তালিকায় নাম রাখতে ভোটারদের আধার কার্ড ও এপিক কার্ডকে গ্রহণ করতে হবে। শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলেছে, আধার কার্ড এবং সচিত্র ভোটার কার্ডকে কেন বিবেচনার তালিকায় রাখা হল না? গণহারে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন? গণহারে নাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করে কোর্ট।

ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন কোন নথি বিবেচনা করা হবে তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। সেখানে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি রাখা হয়নি। সোমবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। (এরপর ৮ পাতায়)

পরিযায়ীরা বাংলায় ফিরুন কাজ দেবে রাজ্য : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে গিয়ে অত্যাচারিত হচ্ছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। সেই বিষয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে বড় ঘোষণা করলেন জননেত্রী। যে ২২ লাখ শ্রমিক বাইরে রয়েছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনতে সবরকম ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। করোনার সময় যেরকম ভাবে বিশেষ ট্রেন দিয়ে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছিল ঠিক একই ভাবে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হবে। তবে শুধু ফিরিয়ে এনেই দায়িত্ব সারবে না রাজ্য সরকার। বরং তাঁদের (এরপর ৬ পাতায়)

ভুয়ো ভোটার কার্ডে ভোট লুঠের চেষ্টা : অভিষেক

ভোটার তালিকায় কুকুরের নাম!

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে আসল মানুষের নাম বাদ দিয়ে কুকুরের নামে শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। এসব কী চলছে? বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। সোমবার সংসদের অধিবেশনে দিল্লি রওনা হওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে এসআইআর নিয়েও সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, অনেকের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। (এরপর ৮ পাতায়)

নানারকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৮৯১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) তিরোধান দিবস। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মতে, ক্রনিক আমাশা তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল। ইউরোপীয় চিকিৎসক সালজার গাধার দুধ খাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন, সেটাও সহ্য করতে পারছিলেন না। গাড়িঘোড়ার আওয়াজ অসহ্য মনে হত বলে কলকাতা পুরসভা বাদুড়বাগানের বাড়ির আশপাশ দিয়ে তাদের জঞ্জালের গাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এদিন রাত ১১টায় জ্বর আর শ্বাসকষ্ট বাড়ল। ২টো বেজে ১৮ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, “দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।”

১৯৮১ প্রিন্স চার্লস ও লেডি ডায়ানার বিয়ে হয় এদিন। লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে সেই রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের টেলিভিশন সম্প্রচার দেখেন প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ। দিনটাকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছিল সে দেশের সরকার। তা বলে দুনিয়ার সবাই যে এই বিবাহ বৈভবে মাতোয়ারা হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। যেমন শেফিল্ডের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হ্যারি ক্রেপার এর তীব্র সমালোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেও অংশ নেননি স্পেনের রাজারানি। যে জিব্রাল্টার নিয়ে ইংল্যান্ড আর স্পেনের বিরোধ, সেখানেই মধুচন্দ্রিমায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন নববিবাহিত দম্পতি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই তাঁরা সেদিন বিয়ের আসরে হাজির ছিলেন না।

১৮৯০ ভ্যান গগ (১৮৫৩-১৮৯০) এদিন সূর্যমুখী ফুল, গমখেতের ছবি ছেড়ে তারাদের দেশে পাড়ি দিলেন। নিঃসঙ্গতা আর অবসাদ এতটাই পেয়ে বসেছিল এই চিত্রকরকে যে দু’দিন আগে নিজের বুকে নিজেই গুলি গেঁথে দেন। আর এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই ওলন্দাজ উত্তর-ইম্প্রেশনিস্ট পর্বের শিল্পী। ভাই থিও-র বয়ান অনুযায়ী, ভ্যান গগের অন্তিম উচ্চারণ, ‘বিষাদ হবে চিরস্থায়ী।’

২০১৮ রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) এদিন কলকাতায় মারা যান। ‘বাড়ি বদলে যায়’ উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৪০-এ, মাত্র সতেরো বছর বয়সে, গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ, কয়েক বছরের মধ্যেই খ্যাতির শীর্ষে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র পঁয়তাল্লিশ, ছোটগল্প দেড়শোরও কম। এ-ছাড়া কিছু প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা।

১৯৫৮ নাসার যাত্রা হল শুরু। আগের বছরই স্পুটনিককে মহাকাশে পাঠিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। পিছিয়ে পড়েছে আমেরিকা। তাই এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেসন (সংক্ষেপে নাসা) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনে স্বাক্ষর করেন।

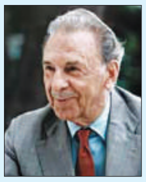

১৯০৪ জে আর ডি টাটার (১৯০৪–১৯৯৪) আজ জন্মদিবস। জন্ম বিশিষ্ট শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত পার্সি পরিবারে। টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান জেহাঙ্গির রতনজি ছিলেন ভারতের প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিমানচালক। শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন প্রদান করে সম্মানিত করে।

১৯১১ মোহনবাগান এদিন ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে ২-১-এ হারিয়ে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ড জেতে। ইউরোপীয়দের দলটির বিরুদ্ধে মোহনবাগানের হয়ে গোল দুটি করেন অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী ও অভিলাষ ঘোষ। উল্লেখ্য, সুধীর চৌধুরী ছাড়া মোহনবাগান একাদশের আর কারও পায়ে সেদিন বুট ছিল না। খালি পায়ে খেলেই জয়ের মুকুট ছিনিয়ে এনেছিলেন তাঁরা। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দিনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহর মতো অনেকেই মনে করেন, খেলার মাঠেও বাঙালির দাপট দেখে আতঙ্কে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশরা। ২০০১ থেকে এই ঐতিহাসিক দিনটি মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

২০০৪ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০০৪) এদিন পরলোক গমন করেন। স্বর্ণযুগের কিন্নরকণ্ঠী। তর্কযোগ্য ভাবে, ১৯৫২ থেকে ’৫৪র মধ্যে বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের শুরু। এই সময়েই একের পর এক মনভোলানো গান গেয়ে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রতিমা। ‘ঢুলি’র পরের বছর এল উত্তম-সুচিত্রা জুটির ‘শাপমোচন’। হেমন্তের সুরে ‘ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান’-এ মাত করলেন প্রতিমা। আচার্য চিন্ময় লাহিড়ীর কুশলী গায়নের পাশে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তিনি। সকলে একমত, এ গানের সূক্ষ্ম কারুকাজে তাঁর বিচরণ বড় সহজ। তাতে বিন্দুমাত্র কালোয়াতি-আড়ম্বর নেই, নেই নিজেকে জাহির করার প্রচেষ্টা। এমন শক্ত গানকে প্রতিমা নিজ নির্মলতার গুণে মধুরকোমল করে তুলেছেন। এই গানে লিপ দেওয়াও ছিল কঠিন। তাই বারবার প্রতিমার সাহানগরের বাড়িতে চলে আসতেন সুচিত্রা সেন। শুধু রাগনির্ভর সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। ভক্তিরসাত্মক গান, অতুলপ্রসাদী, নজরুলগীতি, লোকায়ত গান, আধুনিক রম্যগীতি— সবেতেই মুক্তো ছড়িয়েছেন।

২০১০ আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্রদিবস হিসেবে দিনটিকে প্রতি বছর পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাশিয়ার সেন্ট পিটারসবার্গের টাইগার সামিটে। উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাঘ্র সংরক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। পরিসংখ্যান বলছে, সেই উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল। বিশ্বে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে তার পর থেকে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ৭০ শতাংশ বাঘের বাস ভারতেই।

পার্টির কর্মসূচি

মেদিনীপুর শহরের দলীয় কার্যালয়ে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল সোমবার বিকেলে। ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান দীনেন রায়, জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ প্রমুখ। রাজ্য থেকে যে একাধিক নির্দেশিকা এসেছে, আগামী দিনে জেলা জুড়ে তা পালন করতে হবে। তারই প্রস্তুতি বৈঠক হল এদিন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫৭

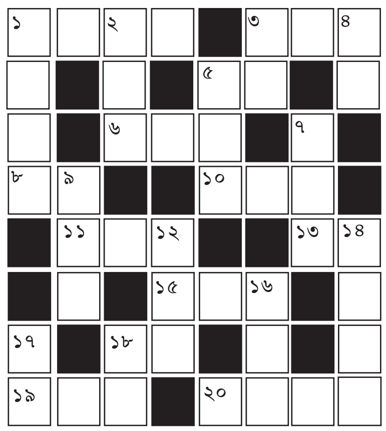

পাশাপাশি : ১. কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে গোপন অভিযান ৩. চন্দ্র ৫. অন্ত্রের নির্যাস ৬. পটুতা, কর্মদক্ষতা ৮. চরণ ১০. চাপ দিয়ে চালু করার বা বন্ধ করার যন্ত্রাংশবিশেষ ১১. অন্তরায়, বিঘ্ন ১৩. অতিরিক্ত পেকে যাওয়া ১৫. বাঁধন ১৮. মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ ১৯. মৈত্রী ২০. প্রভাব-প্রতিপত্তি।

উপর-নিচ : ১. মুনি-ঋষিদের অস্ত্র ২. অধীন ৩. সুন্দর, রমণীয় ৪. মনঃসংযোগ ৫. মাচা ৭. অন্ত, শেষ ৯. দড়ির মতো লম্বা দাগ ১২. বলয়, বালা ১৪. সজাগ ১৬. (আল.) জঘন্য বা আবর্জনাপূর্ণ স্থান ১৭. পতি, স্বামী ১৮. তিনের ভাব বা সমাহার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৫৬ : পাশাপাশি : ১. বেতনদেয়ক ৬. হানি ৮. নুরানি ৯. রথবাহ ১০. চালমারা ১২. পাতশা ১৩. কবে ১৫. দিনপঞ্জিকর। **উপর-নিচ :** ২. তলানি ৩. দেনাদার ৪. কহা ৫. অনুপচারিক ৭. নির্বহনশাখা ১১. রাজসাপ ১২. পারক ১৪. বেদি।

২৮ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৩৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৩৮৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.৪৯	৮৬.৩৫
ইউরো	১০২.১৭	১০০.৫৪
পাউন্ড	১১৭.৫৯	১১৫.৮৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নুসরত

■ বরখা সেনগুপ্ত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বীরভূমে ভাষা আন্দোলনে মুখ্যমন্ত্রী ● লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

কারও নাম যেন বাদ না পড়ে বিএলওদের নির্দেশ

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষকে যেন হেনস্থা করা না হয়। নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার বোলপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে সাফ জানিয়ে দেন, কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম যেন বাদ না পড়ে। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউ (এসআইআর) তথা বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে গত সপ্তাহে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। তবে একথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কানেই ওঠেনি। বুথ লেভেল অফিসার তথা বিএলও-দের মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, বিএলও-রা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। সুতরাং তাঁদের দেখতে হবে ভোটার তালিকা থেকে যেন কারও নাম বাদ না যায়। জেলাশাসকের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, ডিএমদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আমি অনেক সময় দেখছি ডিএমরা অধঃস্তনদের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা খেয়াল রাখছেন না। বাংলা থেকে প্রায় এক হাজার লোককে দিল্লিতে ট্রেনিং দিতে নিয়ে গিয়েছে। আমি জানতাম না। ডিএমদের উচিত ছিল আমাকে জানানো। সিএসকে জানানো।

বিএলও-দের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমার অনুরোধ, যাতে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেন না যায় সেটা দেখবেন। নির্বাচন কমিশন যে তালিকা তৈরি করার করবে। যখন ভোটের দিনক্ষণ প্রকাশ হবে, তারপর নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। মনে রাখবেন আপনারা রাজ্য সরকারি কর্মী। কোনও মানুষকে অযথা হেনস্থা করবেন না। যাঁরা দীর্ঘদিন এই রাজ্যের ভোটার, চারদিন গেলেন, তিনি নেই, হয়তো বেড়াতে গিয়েছেন। তা বলে তাঁর নাম বাদ দিয়ে দেবেন? আপনাকে দেখতে হবে তাঁর অস্তিত্ব আছে কি না। চারদিকে যাঁরা বাংলা ভাষায় বলছেন তাঁরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। এই মানুষগুলির পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

ডিভিসি ড্রেজিং না করলে বাঁধ করবে রাজ্য, হুঁশিয়ারি

প্রতিবেদন : ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, নয়া বাঁধ তৈরি করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়া নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওরা কোনও কথা শোনে না। একবছর দেখব, এর মধ্যে ড্রেজিং না করলে ওই বাঁধের সামনেই বাঁধ তৈরি করব। যাতে ওদের জল ওখানেই থাকে। যতক্ষণ না কারও গায়ে লাগছে ততক্ষণ কেউ কিছু করে না। বারবার বলা সত্ত্বেও রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়ে ডিভিসি। এতে বানভাসি হয় বাংলার অনেকাংশ। বহুবার বলার পরেও এই চিত্রনাট্যের বদল হয়নি। এই পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি-কে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ডিভিসি যেভাবে জল ছাড়ছে, তাতে জেলাগুলিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ২০ বছর ধরে ড্রেজিং করেনি ডিভিসি। ঠিকমতো ড্রেজিং হলে ৪ লক্ষ কিউসেক জল বেশি ধরে রাখতে পারত।

■ তুলির টানে। দিনভর সভা, মিছিল, বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর হাতের চিত্রশৈলী। সোমবার বীরভূমে ভাষা আন্দোলনের ফাঁকে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কীসের সংশোধনী

নির্বাচন কমিশন বিশেষ নির্বাচনী সমীক্ষার কাজ করছে। যে রাজ্যেই এই কাজ হচ্ছে সেখানেই লাখ লাখ মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা নাকি ভোটার সংশোধনী! কিন্তু এটা আসলে রাজনৈতিক চক্রান্ত। যেমন সংখ্যালঘুরা এই তালিকায় রয়েছে, পাশাপাশি হিন্দুরাও বাদ যাচ্ছে না। ভোটার কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে তবু নিজের দেশে ব্রাত্য করা হচ্ছে ষড়যন্ত্র করে। এটাই আসলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আসল চরিত্র। যখন তারা বুঝতে পারে তাদের ভোটের ইস্যু কাজ করছে না, পরবর্তী সময়ে ভোটে জেতার আশা ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকছে, তখন এলাকা ধরে বাছাই করে কিছু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই করতে গিয়েই কমিশন নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। দেশে থেকেও হাজার হাজার মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে অথচ কমিশন নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে সারমেয়কে। এই ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে বিহারে। এটাই নাকি বিশেষ সংশোধনী। ঠিক যেন মোদির নোটবন্দি খেলা। বলা হল, হাজার টাকা, পাঁচশো টাকার নোট তুলে নেওয়া হবে। মূল কারণ, জাল হচ্ছে, জঙ্গিদের সুবিধা হচ্ছে। পুরনো টাকা গেল, নতুন টাকা এল। আবার জাল দু'হাজার টাকা। বাজারে নেই। ঠিক সেভাবেই ভোটার সংশোধনী যে কতখানি গালভরা নাম তা ভোটার তালিকায় কুকুরের প্রবেশই প্রমাণ করে দিয়েছে। আসলে জনতা-জনার্দনের উপর ভরসা নেই অমিত শাহদের। তাই ঘুরপথে নানারকম চেষ্টা। মানুষ এই চাতুরিটা ধরে ফেলেছেন। ধরে ফেলেছেন বলেই ঘুম ছুটেছে বিজেপি নেতাদের। সংশোধনীর নামে জালিয়াতি নিয়ে প্রথম সরব হয়েছিল বাংলা। বাংলায় কমিশন ঢোকার পরেই বুঝতে পারবে মহারাষ্ট্র, দিল্লি বা বিহারে যে জালিয়াতি করেছে তা বাংলায় সম্ভব নয়।

e-mail থেকে চিঠি

এত সফর? এত খরচ? লাভ কী হল?

১১ বছর, ৭৮টি দেশ, ৯১টি সফর। এর মধ্যে শুধু চলতি বছরেই বিদেশের সংখ্যা ১৪। এ হল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির বিদেশ সফরের সালতামামি। বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলে, উনি হলেন ভূ-পর্যটক। পায়ের তলায় সরষে লাগানো আছে। দেশের অভ্যন্তরে যে পরিস্থিতিই থাক, এই প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের কোনও বিরাম নেই। কিন্তু এত বিদেশ সফর করেও যে ভারতের বৈদেশিক কূটনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কল্কে পাচ্ছে, তা নয় মোটেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে ভারতের অবস্থান বোঝাতে সরকার মাঠে নামিয়েছিল দেশের প্রায় সব বিরোধী দলকে। দেশের স্বার্থে বিরোধীরাও সরকারকে সাথ দিয়েছিল। সেই আবহে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল ৩৩টি দেশ সফরও করেছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নিন্দা করলেও প্রায় কোনও দেশই সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অন্তত খুব জোরালোভাবে প্রকাশ্যে মুখ খোলেনি। উল্টে এত কাণ্ডের পরেও পাকিস্তানকে সমর্থন, সাহায্য জুগিয়েছে কয়েকটি মহল! এই প্রেক্ষাপটে ভারতের বৈদেশিক নীতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠলেও মোদির বিদেশ সফরে কোনও বিরাম নেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভুটান দিয়ে তাঁর বিদেশ সফর শুরু করেছিলেন মোদি। সেই থেকে চলতি মাস পর্যন্ত ৯১টি আন্তর্জাতিক সফরে ৭৮টি দেশে গিয়েছেন তিনি। সবচেয়ে বেশি আমেরিকায় গিয়েছেন, দশবার। চলতি বছরে জাপান, চিন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নরওয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। খুব সম্প্রতি তৃণমূলের এক সাংসদের প্রশ্নের লিখিত জবাবে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৪টি দেশ সফর করেছেন মোদি। এই বিপুল সংখ্যক সফরে কত খরচ হয়েছে? বিভিন্ন তথ্যে উঠে আসছে, ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে তাঁর বিদেশ সফরে খরচ হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। আর ২০২১-২৪ সালের মধ্যে ২৯৫ কোটি টাকা। এর বাইরে রয়েছে ২০১৯-২০ সালের হিসাব। শুধু এ-বছর পাঁচটি দেশ সফর করতেই সরকারি তহবিল থেকে খরচ হয়েছে ৬৭ কোটি টাকা। বাকি ৯টি দেশ সফরের খরচ এখনও হিসাব করে উঠতে পারেনি বিদেশমন্ত্রক। বিদেশ সফরে মোদি দেশের আগের সব প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। মোদিজির বিশেষ 'বন্ধু' ট্রাম্প একের পর এক যেভাবে হুঙ্কার দিয়ে চলেছেন বা ভারতীয়দের এদেশে ফেরত পাঠানোর সময় পায়ে শিকল বেঁধে তাঁদের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসন যে আচরণ করেছে তা কখনওই সম্মানজনক বা সমর্থনযোগ্য নয়।

— **অর্ণব মুখোপাধ্যায়, নিউ টাউন, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বোলপুরে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে জনতা। নেতৃত্বে জননেত্রী।

নির্বাচন কমিশন কি বিজেপির তল্পিবাহক!

কুকুরকেও রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিচ্ছে ওরা। আর ভোটার লিস্ট থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ নাম বাদ দিচ্ছে। আধার আর ভোটার কার্ড নাকি গ্রাহ্য হচ্ছে না ওদের দৌলতে। দেশে চলছে এক অদ্ভুত অবস্থা। অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছে দেশে। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

নির্বাচন কমিশন দিন দিন বিজেপির সেবাদাস হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

নির্লজ্জভাবে গেরুয়া পক্ষের তোষামোদ করতে নেমেছে তারা।

বেহায়ারা বিহারে ভোটার তালিকায় এসআইআরের কাজ শুরু করেছে। কারা প্রকৃত ভোটার, কাদের নাম তালিকায় থাকবে, তা নির্ধারিত হচ্ছে কমিশন নির্ধারিত ১১টি নথির ভিত্তিতে। এই ১১টি নথির মধ্যে রয়েছে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটও।

আর তার ফল?

বিহারের পাটনায় 'রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট' পেয়েছে কুকুর! সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে সার্টিফিকেটটি। যাতে লেখা রয়েছে 'ডগ বাবু'। রয়েছে কুকুরের ছবি। পিতামাতার নাম লেখা রয়েছে অশ্লীল ভাষায়। ওই সার্টিফিকেটে ঠিকানা হিসেবে লেখা রয়েছে পাটনা জেলার কৌলিচক এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড। রয়েছে আধিকারিকের সইও। অর্থাৎ জনৈক 'ডগ বাবু' ওই এলাকার বাসিন্দা।

গোটাটাই সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত। ভোটার তালিকায় এসআইআরের নামে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। যা পুরোটাই করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। নির্বাচন কমিশন তল্পিবাহকের মতো কাজ করছে। সংশোধনের নামে আসল মানুষের নাম বাদ দিয়ে কুকুরের নামে শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। হেনস্থা হতে হচ্ছে। বিজেপি যে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে, তার জবাব ওরা ভোটের বাক্সে পাবে। ২০২১ সালের বিধানসভা ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জবাব পেয়েছে বিজেপি। আগামী দিনেও বাংলার মানুষ ওদের জবাব দেবেন।

এই আবহে সবচেয়ে গোলমাল কোথায় সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে মামলায় নির্বাচন কমিশনকে আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ডও পরিচয়পত্র হিসাবে সোমবার বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এসআইআর-এ কোন কোন নথি বিবেচনা করা হবে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। সেখানে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের মতো সহজলভ্য নথি রাখা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। বিচারপতিরা এই দুই নথিকেই বিবেচনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। আজ আবার এই মামলা শুনবে শীর্ষ আদালত।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতির মন্তব্যও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, আধার বা ভোটার কার্ড, এই দু'টি নথি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন। আগামিকাল হয়তো দেখবেন, শুধু আধার নয়, ১১টি নথিই জাল করা যাচ্ছে। সেটা অন্য সমস্যা। কিন্তু আমরা গণহারে নাম বাদ দিচ্ছি। গণহারে নাম তো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আপনারা দয়া করে আধার কার্ড অন্তর্ভুক্ত করুন। বিচারপতির মন্তব্য, ''বিশ্বাস করুন, এতে আমাদের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে না। কিছু ভুল হচ্ছে জানতে পারলেই আমরা সব বাতিল করে দেব। আপনারা তৈরি থাকুন।

অন্যদিকে আধার বা রেশন কার্ড সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য, এই নথিগুলি ভোটার যাচাইয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ এগুলি সহজেই জাল করা যেতে পারে।

বিহারের পর এই রাজ্যেও ভোটার তালিকায় সমীক্ষার কাজ শুরু করতে পারে কমিশন। কমিশনের তরফে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু বলা না-হলেও এই কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকবেন, সেই বিএলও-দের একাংশকে দফায় দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৭-১৮ জুলাই প্রশিক্ষণ চলেছে দিল্লিতে। রবিবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কলকাতার নজরুল মঞ্চে। রবিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও নজরুল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। দিল্লিতে প্রশিক্ষণের বিষয়টি রাজ্য জানতই না।

কেন এরকম গোপন কাজকর্ম? কেন এত ঢাক ঢাক গুড় গুড়? কেন এত ছলনা? নিশ্চয়ই ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

এই আবহে দুটো কথা বিজেপিকে বলে রাখি।

দেশে মানুষের জমিদারি চলে, বিজেপির নয়।

এ-রাজ্যে একজনের ঠিকানা কাড়লে, পিছু হটিয়ে ছাড়বে বাংলার মানুষ, বিজেপির তল্পিবাহকদেরও ঠিকানা থাকবে না। শূন্য থেকে মহাশূন্যে চলে যাবে বিজেপি।

রাজ্য

বীরভূমে ভাষা আন্দোলনে মুখ্যমন্ত্রী • লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বকবির ছবি হাতে মুখ্যমন্ত্রীর মহামিছিল

প্রতিবেদন : বিজেপি-রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যভূমি থেকে তাঁরই ছবি হাতে বোলপুরে ভাষা-আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার জেলার নেতা-কর্মীদের নিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালির অস্মিতার দাবিতে বোলপুর শহরে প্রায় তিন কিলোমিটার পদযাত্রা করে বোলপুর জামবুনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে কবিগুরুর মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান করে বক্তব্য পেশ করলেন। ঘটনাক্রমে বীরভূম মুখ্যমন্ত্রীরও জন্মস্থান। ভাষা আন্দোলনের মিছিলে মিলল জনসমুদ্র। সর্বস্তরের মানুষ এই বাংলা ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন বলে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়, কাজল শেখ, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ নেতা-কর্মীরা। বাংলা বলার জন্য দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশে বাঙালিদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্য সবার কাছে আহ্বান জানান। বাংলার কৃতী মনীষীদের উক্তি তুলে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী, কোনওভাবেই বাংলা ভাষা এবং বাঙালির অপমান মেনে নেওয়া যাবে না।

কেন্দ্র বকেয়া আটকে রাখলেও কোনও প্রকল্প থমকে যাবে না

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে থোড়াই কেয়ার। কোনও অবস্থাতেই বাংলার উন্নয়ন থেমে থাকবে না। সোমবার বোলপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে কেন্দ্রকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তৈরি করে দিলেন বাংলার উন্নয়নের রূপরেখাও।

কেন্দ্রের বঞ্চনার মধ্যেও উন্নয়নমূলক কাজ কীভাবে করতে হবে ডিএম-সহ জেলার আধিকারিকদের নির্দেশ দিলেন তিনি। এদিন প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের সরকার। ফলে রাজ্যকে নিজেদের টাকা দিয়েই সব কাজ করতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ৫ শতাংশ টাকা দিতে হবে। স্থানীয় বিধায়কদেরও কন্ট্রিবিউশন দরকার। তাঁদের ১০ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে। এই সব টাকা ডিএমদের কাছে জমা করতে হবে। বাকি টাকা দেবে রাজ্য সরকার। এভাবেই চলবে বাংলার উন্নয়নমূলক কাজ। মুখ্যমন্ত্রী এ-প্রসঙ্গে জানান, রাজ্যে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার পুকুর খনন হয়েছে। ১৩৫০টি প্রকল্পের মধ্যে ৯১ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই জেলায় দেউচা-পাঁচামিতে এক লক্ষ চাকরি হবে। ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আমোদপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির কাজ হবে। তারাপীঠ অডিটোরিয়ামের কাজ চলছে জোরকদমে।

বীরভূমে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বোলপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই বীরভূমের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে বোঝালেন যাই ঘটুক না কেন, বাংলা জুড়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, তারাপীঠে ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলি বাঁককে নতুন করে সাজানোর জন্য এক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বীরভূমে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, তাদের জন্য কর্মদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে প্রচুর। আহমদপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হচ্ছে, যেখানে আগে সুগার মিল ছিল। দেউচা-পাঁচামিতে ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। এক লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে। রাঙাবিতান টু তৈরি করার জন্য কুড়ি কোটি ৪২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রামপুরহাটে তারাবিতানের কাজ শেষ। জয়দেবে বাউল বিতান রিসর্ট-এর কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন জেলাশাসককে। জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের প্রকাশ্যে এমন কিছু কথা বলা উচিত নয় যেটায় সামগ্রিক পরিস্থিতি জটিল হয়। নেতাদেরও অসংলগ্ন কথা বলা উচিত নয়। এমন কেউ কেউ রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে অভিযোগ আসছে, তারাও তো বাজার থেকে অনেক কিছু করছে, দোষ হচ্ছে শাসকদলের। গতকাল কলকাতা থেকে বোলপুর আসার সময় জাতীয় সড়কে দেখলাম বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। কোনওরকম নজরদারি নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। যত দোষ আমাদের।

রাজ্য
29 July, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বীরভূমে ভাষা আন্দোলনে মুখ্যমন্ত্রী ● লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

আইবি কী করছিল? ঢিলেমি বরদাস্ত নয়

প্রতিবেদন : সাতদিনের ব্যবধানে বীরভূমে দু'জন তৃণমূল কর্মী খুন হওয়ায় ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় ভারাক্রান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আইবি কী করছিল? থানার আইসি কী করছিলেন? তাদের কাছে কোনও খবর ছিল না! পুলিশের ঢিলেমি বরদাস্ত করবেন না বলে জানিয়ে পুলিশকে আরও নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের পুলিশ সুপারকে বলেন, বিভিন্নরকমের খবর কানে আসছে, সেগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। কোথাও যাতে অপরাধীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার জন্য পুলিশের টহলদারি বাড়াতে হবে। পুলিশের আরও সারপ্রাইজ ভিজিট বাড়াতে হবে। নতুন নতুন আইসি, বিডিও যাঁরা এসেছেন, তাঁদের আরও বেশি করে কাজ করাতে হবে।

কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত

প্রতিবেদন : অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বায়ক করলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সন্ধ্যায় কমিটির সকলকে নিয়ে বৈঠক করেন নেত্রী। সেখানেই তিনি বিষয়টি জানিয়ে দেন। সেইসঙ্গে ৯ সদস্যের কোর কমিটিতে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রবি মুর্মুকে যুক্ত করে দশ সদস্য করা হল। নেত্রীর নির্দেশ, কোর কমিটির বৈঠক হলে প্রয়োজনে রাজ্যসভার সাংসদ তথা বীরভূমের ভূমিপুত্র সামিরুল ইসলামকে মাঝে মধ্যে ডেকে নিতে হবে। স্বভাবতই নেত্রীর হস্তক্ষেপে ফের স্বমহিমায় অনুব্রত ফিরতেই জেলা জুড়ে খুশির হাওয়া কেষ্ট অনুগামীদের মধ্যে। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, দিদির কাছে কৃতজ্ঞ, আমাকে ফের জেলার সকলকে নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আজ থেকে আগামী বিধানসভা ভোটে আমার একটাই টার্গেট, ১৪-০ ফল দিদিকে তুলে দেওয়া। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সঙ্গে সোমবার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার সন্ধ্যায় কোর কমিটির বৈঠক শুরু হওয়ার আগে জেলার তিন সাংসদ শতাব্দী রায়, অসিত মাল, সামিরুল ইসলাম, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ সিনহা ও কাজল শেখের সঙ্গে কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে কাজল শেখ, অনুব্রত মণ্ডল-সহ কোর কমিটির সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার নির্দেশ দেন। বৈঠকে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মলয় ঘটকও ছিলেন।

বোলপুরে জনপ্লাবন

(প্রথম পাতার পর)

শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনির সঙ্গে পারবেন তো? তারা ঘরেও কাজ করে, বাইরেও কাজ করে। আবার হাতে খুন্তি দিয়ে রান্নাও করে। আপনাদের মতো বন্দুক-গুলি নিয়ে যাব না, শঙ্খধ্বনি নিয়ে যাব।

নেত্রীর তোপ, যারা বলছে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেবে, যেন দেশটা ওদের জমিদারি! তোমাদেরই বাদ দিয়ে দেবে দেশের মানুষ। একটা মানুষের ঠিকানা কেড়ে নিলে তোমাদেরও ঠিকানা থাকবে না। সরকারে আছো যা ইচ্ছা করছ। মনে রেখো এই সরকার ২০২৯ পর্যন্ত চলবে না। তখন কোথায় যাবে? জাতীয় স্তোত্র রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের, জয় হিন্দ নেতাজির, তারপরও বাংলা ও বাঙালিকে তোমরা কী করে 'ইগনোর' করবে! এই শান্তিনিকেতনের বাউল গানের ভাষায় যে কত জোর সেটা এবার বুঝবে। লড়াই হচ্ছে, লড়াই হবে।

তিনি বলেন, বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি নয়! আমাদের ভাষাকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে, ঠিকানা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হলে তা আমরা রুখবই। এই রাঙামাটিতে দাঁড়িয়ে বলছি, সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য নিয়ে আমরা চলব। আমরা সবাই এক, আমাদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। ভাষার উপর সন্ত্রাস মানব না। বাংলাকে বঞ্চনা-লাঞ্ছনাও মানব না। এনআরসি চলবে না। কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না।

বিশ্বকবির স্বপ্নের বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে 'বিভেদ নয়, ঐক্যে'র বার্তা দিয়ে ভাষা আন্দোলনে যোগদানকারী সবাইকে প্রণাম ও ধন্যবাদ জানান তৃণমূলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেন, ইতিহাসকে ভুলে যাবেন না, বাংলার গুরুত্ব ভুলে যাবেন না। আমরা নেপালি, হিন্দি-সহ সকল ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। আমরা যদি বড় মন নিয়ে স্বীকৃতি দিতে পারি, আপনারা কেন বাংলাকে তাচ্ছিল্য করছেন? মনে রাখবেন সারা পৃথিবীতে বাংলায় কথা বলে পঞ্চম। এশিয়াতে বাংলা ভাষা দু'নম্বরে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজ্য সরকারের তৈরি সেলের দায়িত্বে রয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তাঁকে নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামিরুল, ওঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করো।

কাজ দেবে রাজ্য : মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

জন্য বিভিন্ন প্রকল্প থেকে শুরু করে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার দায়িত্ব পর্যন্ত নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বৈঠকে তাঁদের জন্য নতুন স্কিমের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করব, যাঁরা এখনও ফিরতে চান তাঁরা ফিরে আসুন। পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া আছে। বলুন কবে আসবেন, আমরা আপনাদের ট্রেনে করে নিয়ে আসব। করোনার সময় নিয়ে এসেছিলাম। আমরা একটা রুটি পেলে আপনাদের আধখানা রুটি দেব। আপনাদের জন্য স্কিম করব। আপনাদের কাজে লাগাব, আপনাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, বিনা পয়সার রেশন কার্ড দেব। আপনাদের বাঁচার সুযোগ দেব। ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেব। আজকে মিটিং করে স্কিম তৈরি করে নিয়েছি। কোনও দরকার নেই মুম্বইয়ে থাকার, চলে আসুন। যারা অত্যাচার করে তাদের কাছে কেন থাকবেন?

মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়ে বলেন, এখানে সোনার কাজ করুন। অনেক সুযোগ আছে বাংলায়। গুজরাতে থাকার কী দরকার! বাংলায় চলে আসুন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, দরকার নেই দালালদের সাহায্য নিয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করার। ওঁদের উপর অত্যাচার হলে দালালরা থাকে না, পালিয়ে যায়। ওঁরা ফিরে এলে এখানে যদি থাকার জায়গা থাকে, তাহলে তো ভাল। আর তা না থাকলে, আমরা ক্যাম্প বানিয়ে দেব। রেশন কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, কর্মশ্রী প্রকল্পে ওঁদের কাজের ব্যবস্থা করে দেব। ওঁদের জব কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে।

পুজো দিতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে যান শিক্ষক দম্পতি। স্ত্রী অর্পিতা ঘোষকে উদ্ধার করা গেলেও তলিয়ে যান পানিহাটির নাটাগড়ের বাসিন্দা স্বামী অলকেশ ঘোষ (৩৮)। তল্লাশি শুরু হয়েছে

পাকিস্তানের সঙ্গে দেখা হতে পারে একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই

প্রতিবেদন : পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ক্ষেত্রেই ভারতের সৌহার্দ নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের একমাত্র জড়িত থাকা উচিত যুদ্ধক্ষেত্রে এবং জয়ের একমাত্র পুরস্কার হল পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও খেলাকে রাজনীতির বাইরে রাখার বিরোধিতায় সুর চড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার, দিল্লি যাওয়ায় আগে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয় নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক। তাঁর কথায়, পাকিস্তানের সঙ্গে মাত্র একটি ভাষাতেই সম্পর্ক রাখা যেতে পারে, তা হল রণক্ষেত্র।

এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, ভারতের উচিত নয় এই পৃথিবীতে কোথাও পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত হওয়া। একমাত্র জড়িত থাকা উচিত যুদ্ধক্ষেত্রে। একমাত্র পুরস্কার জেতা উচিত পাক অধিগৃহীত জম্মু-কাশ্মীর জিতে নেওয়া। পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার বিরোধিতা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক লেখেন— দশকের পর দশক পাকিস্তান এই দেশে সন্ত্রাস চালিয়েছে, অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। একাধিক পরিবার রক্তাক্ত হয়েছে, প্রিয়জন হারিয়েছে। এর পরে রাজনীতিকে ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা উচিত বলার সময় নয়। এটা এখন বন্ধ করার সময়। শহিদদের রক্ত মুছতে কোনও ক্রিকেট পিচ যথেষ্ট নয়। আমাদের তেরঙ্গা সবার উপরে, কেবলমাত্র ব্যাট-বলের কারণে নয়। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অতুলনীয় শৌর্য ও লড়াকু মানসিকতার জন্য। তীব্র হুঙ্কার দিয়ে অভিষেক বলেন, দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তান এদেশে জঙ্গি পাঠিয়েছে। তারা আমাদের দেশকে রক্তাক্ত করেছে। দেশের মানুষ ও তাঁদের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে। অভিষেকের কথায়, আমরা আমাদের ক্রিকেটারদের নিয়ে গর্ব বোধ করি। আমি নিজেও ক্রিকেট খেলাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, যখন দেশের প্রশ্ন ওঠে, তখন আমরা আমাদের সেনানীর কাছে দায়বদ্ধ। আমরা যখন স্টেডিয়ামে আনন্দে চিৎকার করি, জয়ধ্বনি দিই, তখন এই সেনাবাহিনীই সীমান্তে অতন্দ্র পাহারা দেয়। যখন তাঁরা রক্তাক্ত হন, তখন অন্য খেলা করেন। যারা সীমান্ত জুড়ে আমাদের দিকে বুলেট ছুঁড়ে চলেছে, তাদের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া কোনও কূটনীতি হতে পারে না। এটা জঘন্য বেইমানি! এবার বিচার চাই।

এসআইআরের নিটফল ভোটার তালিকায় কুকুর, তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকাকে নিখুঁত করতেই নাকি এসআইআর! কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল, তালিকায় নাম উঠেছে কুকুরেরও! বিহারে নির্বাচন কমিশনের নতুন কীর্তির পর্দাফাঁস করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনকে ধুয়ে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এদিন তাঁরা ফের একবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বাংলায় যদি একজনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে আন্দোলন কাকে বলে দেখিয়ে দেবে বাংলা।

■ সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কুণাল ঘোষ। সোমবার তৃণমূল ভবনে।

সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ বলেন, ভোটার তালিকায় কারচুপি করার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি যে বিপজ্জনক খেলা খেলছে তার মুখোশ খুলে গিয়েছে। যে এসআইআর নিয়ে এত কথা বলছে কমিশন, তার নিটফল, বিহারে ভোটার তালিকায় নাম উঠল কুকুরের! এসআইআরের নামে এটা কী চলছে? যেখানে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলছে, আধার কার্ড, সচিত্র পরিচয়পত্র, প্যান কার্ডের মতো জরুরি নথিগুলির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর আগে মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় অনিয়ম হয়েছে, দিল্লিতে হয়েছে। বিজেপির এই খেলা ধরার দায়িত্ব যাঁদের ছিল, তাঁরা ফেল করেছিলেন। কিন্তু বাংলায় এসব চলে না। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। তিনি বিজেপির এই খেলা ধরে ফেলেছেন। তাই আমরা স্পষ্ট বলছি, নিখুঁত ভোটার তালিকা আমরাও চাই। কিন্তু একজন বৈধ ভোটারকেও বাদ দেওয়া হলে আমরা মানব না। বাংলা, বাঙালিকে টার্গেট করার পাশাপাশি এই নতুন যে চক্রান্ত যোগ করেছে বিজেপি তার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গর্জে উঠেছে সারা বাংলা। আজ তাঁর নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে বীরভূমে। দিল্লিতেও জোরালো প্রতিবাদ করছেন আমাদের সাংসদরা। তাই আমরা পরিষ্কার বলছি, এই এসআইআরের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নাম, ছবি, বাবার নাম, ঠিকানা-সহ কুকুরের ভোটার তালিকার ছবি তুলে ধরে তীব্র আক্রমণ করেন বিজেপিকে। বলেন, ভাবুন একবার, কুকুরের নামও রয়েছে, কিন্তু বাদ যাচ্ছে মানুষের নাম। এসআইআরের নামে এটা কী চলছে? নির্বাচন কমিশন তো এসব দেখছে। কী করছে তারা? বাঙালি হলে বাদ দাও, বাংলাভাষী হলে বাদ দাও, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাও, অধিকার কেড়ে নাও, সংবিধানকে কাঁচকলা দেখানো, এসব চালাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু বিজেপি জেনে রাখো রাজ্যটার নাম বাংলা, মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখনই এসব হবে তখনই কিন্তু উনি প্রতিবাদ করেন। আজও আমাদের নেত্রী প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। অনেকে আবার বলছেন, এখানে নাকি এসআইআর হলে ১ কোটি ২৫ লক্ষের নাম কাটা যাবে। তাহলে আর এসআইআরের দরকার কী, নামগুলো ধরে ধরে কেটে দিলেই হল। এরই নাম কি গণতন্ত্র! জেনে রাখুন, বাংলা এসব মানবে না।

বৃষ্টি : উত্তরকে টেক্কা দক্ষিণের

প্রতিবেদন : জুন ও জুলাই মাসের হিসেব অনুযায়ী বৃষ্টির নিরিখে উত্তরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল দক্ষিণ, বিশেষ করে কলকাতা। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে ১৬ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে। তবে পিছিয়ে নেই কলকাতাও। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হাওড়াতে। দক্ষিণের জেলা গুলোতে ৬৫০.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ ৫৫৮.৬ মিলিমিটার। দক্ষিণে উদ্বৃত্ত বৃষ্টি হলেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। ৬৯৪.৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে সেখানে। পাহাড়ে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯৮৯.৭ মিলিমিটার। অর্থাৎ সেখানে ৩০ শতাংশ বেশি ঘাটতি রয়েছে। স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম বৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। যদিও মালদায় স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে কুড়মালি ভাষা

প্রতিবেদন : বরাবরই সব ভাষাকে সম্মান জানিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আমলেই স্কুলে স্কুলে স্থানীয় ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার কুড়মালি ভাষাও সেই গুরুত্বই পেতে চলেছে। জানা গিয়েছে, কুড়মি অধ্যুষিত চার জেলায় প্রাথমিক স্কুলে কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠন চালু করতে চায় স্কুল শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার ভাবনাচিন্তা চলছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর, মূলত এই চার জেলায় এই ভাষায় পঠনপাঠন চালু হবে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষায় স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই চার জেলায় কোন স্কুলে কত পড়ুয়া আছে, কত কুড়মালি ভাষার মানুষ আছেন, সে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে পরিদর্শকদের। কুড়মালি ভাষায় পারদর্শী শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

■ বিজেপি রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বালিতে বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পথসভা।

■ স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' নিয়ে বিশেষ বৈঠক বারুইপুরে।

পিলারে ফাটল, বন্ধ মেট্রো

প্রতিবেদন : মেট্রোর পিলারে ফাটল। ব্লু লাইনের বিশেষ অংশে মেট্রো চলাচল বন্ধ হল অনির্দিষ্টকালের জন্য। সপ্তাহের প্রথমদিন, ব্যস্ত সোমবার বিকেল থেকেই অফিসফেরত নিত্যযাত্রীদের চূড়ান্ত ভোগান্তি। দুপুর থেকেই দক্ষিণেশ্বর থেকে মেট্রো একেবারে কবি সুভাষ পর্যন্ত চালানো বন্ধ রাখা হয়েছে। চলছে শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন পর্যন্ত। মেট্রো সূত্রে খবর, সকাল থেকে কোনও সমস্যা ছিল না। দুপুর পৌনে ১টা থেকে সমস্যা দেখা দেয়। ব্লু লাইনে কবি সুভাষের কাছে কয়েকটি পিলারে ফাটল দেখা যায়। মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। দুপুরের পর থেকেই কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখে কর্তৃপক্ষ। সংক্ষিপ্ত করা হয় ব্লু লাইনের যাত্রাপথ। কতক্ষণে বা কতদিনে সম্পূর্ণ পথে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি রক্ষায় প্রোফাইল পিকচার

প্রতিবেদন: বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতির উপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ। বাংলাকে জিততে না পেরে, বাংলার মানুষের পিছনে লেগেছে বিজেপি-আরএসএস। বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বেছে বেছে বিজেপি রাজ্যগুলিতে আটক-অত্যাচারের প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালি অস্মিতাকে রক্ষার লড়াইয়ে ও বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এরই মধ্যে বাংলার প্রত্যেক মানুষ যাতে সমাজমাধ্যমে নিজের মাতৃভাষা, নিজের বাঙালি পরিচিতিকে সগৌরবে প্রচার করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ছবি শেয়ার করলেন তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। তার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেব, সুভাষচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের মতো মনীষীদের ছবি। রয়েছে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া। ছবিতে কবিতা আকারে বার্তা, ভাড়াটে তুই, আমরা মালিক রক্ত অনেক ঢালা। বাংলা ভাষায় আপত্তি যার ভারত ছেড়ে পালা! ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচারে সেই ছবি শেয়ার করে দেবাংশু লিখেছেন, এই দেশ, এই ভাষা, সবটাই আমার, আমাদের... এর এক ইঞ্চি ছেড়ে দেব না!

রাজ্য
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 July, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

গঙ্গার চড়ায় আটকে পড়েছিল দুই নাবালক। খবর পেয়ে লঞ্চ নিয়ে তাদের উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার শ্রীরামপুর থানার ছিন্নমস্তা ঘাটের ঘটনা

ডায়মন্ড হারবার লালপোল সেতুর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : ডায়মন্ড হারবার পুরসভার অন্তর্গত লালপোল খালের উপর তৈরি নতুন সেতুটি মঙ্গলবার দিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই সেতুটি বাইপাস রূপে ব্যবহৃত হবে, যা ডায়মন্ড হারবার শহরের যান চলাচলে গতি আনবে এবং যানজট অনেকটাই কমাবে।

ব্রিটিশ আমলে এই খালের উপর একটি ছোট লোহার সেতু ছিল, যেখানে কেবলমাত্র সাধারণ মানুষ হাঁটাচলা করতেন। বড় গাড়ি চলাচলের অনুপযোগী ছিল এই পুরনো সেতুটি। দিনের পর দিন সমস্যায় জর্জরিত এলাকার মানুষ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতরের তত্ত্বাবধানে প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই প্রকল্পের কাজ চলে। কোভিড পরিস্থিতির সময় কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকলেও পরবর্তীতে তা ফের গতি পায়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুরনো সেতুটি ভেঙে

নতুন সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। কপাটহাট থেকে বাইপাস হয়ে লেলিননগর পর্যন্ত সংযুক্ত এই রাস্তাটি এখন বৃহৎ যানবাহনের চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস জানিয়েছেন, এই সেতুর মাধ্যমে সময়ের সাশ্রয় হবে, পাশাপাশি শহরের যানজট অনেকটাই হ্রাস পাবে। সেতুটিকে বাইপাস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। রাস্তা আরও প্রশস্ত করার কাজও চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় এখন গোটা ডায়মন্ড হারবার শহর। শহরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে, এবং এতে গর্বিত গোটা এলাকা।

২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়িতে প্রস্তুতিসভা সারলেন তৃণাঙ্কুর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আঠাশে অগাস্টের ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশকে ঘিরে শিলিগুড়িতে প্রস্তুতিসভা। এদিন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষা, সংবর্ধনা ও দেশপ্রেম নিয়ে আলোচনা করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। আগামী আঠাশে অগাস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র সমাবেশ। সেই সমাবেশকে সফল করে তুলতে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সোমবার একটি প্রস্তুতিসভার আয়োজন করা হয় শিলিগুড়ির মহাত্মা গান্ধী চকের একটি হোটেলে। প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তিনি সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রী ও নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন সমাবেশে অংশগ্রহণ, সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও যুব সমাজের বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা তথা মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তনয় তালুকদার, দার্জিলিং জেলা টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার-সহ জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। আঠাশে অগাস্টের সভার জন্য ইতিমধ্যে পোস্টার প্রকাশ করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সভায় তাদের দিকনির্দেশ করবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ শিলিগুড়ি থেকে শুরু হল টিএমসিপির আঠাশে অগাস্টের প্রস্তুতিসভা। সোমবার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। প্রথমদিন ছিল দার্জিলিং পাহাড় ও সমতল সাংগঠনিক জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার কর্মীদের নিয়ে বৈঠক।

ওবিসি মামলা

(প্রথম পাতার পর) এই সংরক্ষণ আদতে একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপের অংশ। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, এই সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে রয়েছে ৯ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ। সব প্রক্রিয়াই রাজ্যের কমিশনের তরফে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াকে কোনও চ্যালেঞ্জ এর আগে করা হয়নি। স্থগিতাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই বিষয় পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ এই স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। সোমবার সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্টের নির্দেশকে ভুল বলে পর্যবেক্ষণে জানান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টে আগামী ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, হাইকোর্টের নির্দেশকে আইন বিরোধী বলে উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার রাজ্য সরকারের জুন মাসের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সব প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। বিধানসভায় তা পাশ হয়েছিল। সেই মতো ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এ-প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে লেখেন, সুপ্রিম কোর্টের আজকের স্থগিতাদেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওবিসি নীতির নৈতিক জয়। আমরা উচ্চশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে এটি অনুমান করেছিলাম আগেই এবং আমরা অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বাংলাভাষীদের হেনস্থার প্রতিবাদ ২৩ জেলায় আন্দোলনে ফ্যাম

প্রতিবেদন : বাঙালি-বিরোধী মোদি সরকারের প্ররোচনায় বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এবার লড়াইয়ে নামছে তৃণমূল কংগ্রেসের সোশাল মিডিয়ার সর্ববৃহৎ সমর্থক টিম 'ফ্যাম'। রাজ্যের ২৩টি জেলাতে এই ইস্যুতে প্রতিবাদ আন্দোলন-আলোচনাসভার আয়োজন করছে তারা। তাদের এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে বাঙালির লড়াই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে গেরুয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়া ভাষা আন্দোলনের অংশ হিসাবে আগামী ৩ অগাস্ট উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের দিনহাটায় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে প্রথম সভা হবে। ফ্যামের তরফে অরূপ চৌধুরি জানিয়েছেন, যেহেতু কোচবিহারের উত্তম ব্রজবাসী-সহ একাধিক স্থায়ী বাসিন্দাকে নোটিশ দিয়ে বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি, তাই ওই জেলা থেকেই আন্দোলন শুরু হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় 'বাঙালির লড়াই' সংগঠিত হবে। শেষ হবে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে পালিত হবে এই কর্মসূচি। অরূপ ছাড়াও সমন্বয়ের কাজ করছেন তাপস সাধুখাঁ, রিয়া দে মল্লিক ও কৌশিক চক্রবর্তী। শিল্পী-সাহিত্যিক-বিদ্বজ্জন-সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট নাগরিকদের এই লড়াইয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে। দিনহাটার সভায় থাকবেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ছাড়াও ছাত্র-যুব-মহিলা, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, সরকারি কর্মী ও শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব।

ভুয়ো ভোটার কার্ডে

(প্রথম পাতার পর) একটা পার্টিকে সুবিধা করে দেবে বলে, বিজেপির তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছে কমিশন। কুকুরের নামে ভুয়ো ভোটার কার্ড করেছে বিহারে। এই সব তথ্য এসআইআর-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অথচ, সেই এসআইআরের নামে বাঙালিকে হেনস্থা করছে। বিজেপির চাটুকারিতা, দাসত্ব করছে কমিশন, সাফ কথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। অভিষেক জানান, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে লোকসভার আলোচনায় তিনি বাংলায় বক্তব্য রাখতে চলেছেন। উল্লেখ্য, পাটনায় এসআইআরের পর এক ব্যক্তির নাম 'ডগবাবু' বলে শংসাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ছবিও একটি কুকুরের। এখানেই আপত্তি তুলেছে তৃণমূল-সহ বিরোধীরা।

বাঙালি দেখলেই 'হেনস্থা', বিহারে এসআইআর-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সোমবার দিল্লি রওনা হওয়ার আগে বিজেপিকে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই নিশানা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট বলেন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের নামে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি আরও বলেন, পহেলগাঁওয়ে যে পর্যটকরা নিহত হলেন, তাঁদের হত্যাকারী জঙ্গিরা কোথায়? তারা কীভাবে ঢুকল? কোথায় গেল তারা? আমি সংসদে এই ব্যাপারে জানতে চেয়েছি। উত্তর পাইনি। অনুপ্রবেশের যাবতীয় দায় বিএসএফের। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। ভুয়ো ভোটার কার্ড করে ভোট লুঠের চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা বিভাজনের রাজনীতি করিনি। আগামী দিনে বিজেপি যদি ভাবে বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার করবে, বাংলার মানুষ শিক্ষা দেবে। অমিত শাহ, বিএসএফ কর্তা পদত্যাগ করুন। আইবি প্রধান পদত্যাগ করুন।

এদিন নিজের পোস্টে বিজেপির সুকান্ত মজুমদারের সমালোচনাও করেন অভিষেক। তাঁর কথায়, কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়ে বাংলার জন্য কী করেছেন সুকান্ত মজুমদার? বলছেন বাংলায় রোহিঙ্গারা থাকে। বিশ্বে কত রোহিঙ্গা থাকে তার হিসেব আছে? অনুপ্রবেশের দায় বিএসএফের।

সমর্থন নেই মানুষের ফ্লপ নবান্ন অভিযান

প্রতিবেদন: নেই জনসমর্থন। সোমবার সুপার ফ্লপ 'বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী, চাকরিজীবী, চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ' এবং 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'-এর নবান্ন অভিযান। পুলিশ আগেই জানিয়েছিল বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নিজে এই বিষয়ে চাকরি প্রার্থীদের পাশে থাকবেন বলে বারবার বলছেন সেখানে ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা যে সমর্থনযোগ্য নয় তা বলাই বাহুল্য।

আধার-এপিক দিয়ে নাম তোলা যাবে

(প্রথম পাতার পর) শুনানি পর্বে দুই বিচারপতি এই দু'টি নথিকেই বিবেচনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের যে কাজ চলছে সেই প্রক্রিয়ায় কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া না হলেও আদালতের পর্যবেক্ষণ, কমিশনের কাজ চললেও আদালতের কাজ তাতে আটকে থাকতে পারে না। কমিশনকে ব্যাপক হারে মানুষকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বদলে ব্যাপক সংযুক্তির পর্যবেক্ষণ জানায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। মামলার পরবর্তী শুনানি মঙ্গলবার।

সোমবার এই মামলায় বিচারপতি প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন, আধার ও এপিক কার্ড ভোটারের পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করা নিয়ে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা কেন গ্রহণ করা হয়নি। কমিশন যে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়েছে, তা তুলে ধরেন এডিআর-এর আইনজীবী। কমিশন দাবি করার চেষ্টা করে এপিক কার্ড সবকিছুর প্রমাণ নয়। সেখানেই বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, কমিশন যে নথিগুলি চেয়েছে সেগুলি একটাও সম্পূর্ণ প্রামাণ্য নথি নয়। সেক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় যুক্ত হতে কেউ আধার আপলোড করলে তা কেন গ্রহণ করবে না কমিশন, প্রশ্ন আদালতের। সেখানেই কমিশনের পক্ষে আইনজীবী প্রশ্ন করার চেষ্টা করেন, এই নথিগুলি জাল হতে পারে। সেখানে বিচারপতি সূর্য কান্তর পর্যবেক্ষণ, এই নথি সঠিকও হতে পারে। তাই প্রামাণ্য নথি হিসাবে এই দুই নথিকে রাখার নির্দেশ দেয় বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের তীব্র নির্দেশ, কমিশনকে এই দুটি নথি তালিকায় রাখতে হবে।

সেক্ষেত্রে নথি জালের প্রসঙ্গ এলে সেই সব মামলা আলাদাভাবে গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, গণহারে তালিকা থেকে নাম বাদ যেতে পারে না।

এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, তালিকার খসড়া প্রকাশ চলছে। এখানেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে না। তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার ক্ষেত্রে নথি যুক্ত হলে খসড়াতেও তা যুক্ত হবে। এমনকী নথি যুক্ত না থাকলেও ভোটার তালিকায় নাম থাকবে, আপত্তি যুক্ত হয়ে, পর্যবেক্ষণে জানায় সুপ্রিম কোর্ট।

যদিও এক্ষেত্রে কোনও মতামত এদিন নির্বাচন কমিশন জানায়নি। ফলে বিহারে কমিশনের সংশোধনী প্রক্রিয়ায় সোমবার কোনও স্থগিতাদেশ জারি করেনি সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের বিহারে এসআইআর লাগু হওয়ার বিরোধিতায় মামলা শুনবে শীর্ষ আদালত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাটের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর রাতে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর পুরাতনপল্লি এলাকায়। দমকলের তৎপরতায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে

পাশে মুখ্যমন্ত্রী, বাংলাতেই জীবিকা গড়ার জন্য ঋণের ব্যবস্থা

প্রতিবাদের স্লোগান তুলে আজ জটেশ্বরে গর্জে উঠবে তৃণমূল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। দিনহাটার উত্তম ব্রজবাসী, মাথাভাঙার নিশিকান্তের মতোই আলিপুরদুয়ারেরই এক বাসিন্দা জটেশ্বরের অঞ্জলি শীলকে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসম। কোচবিহারের প্রতিবাদ সভায় নিশিকান্ত এবং উত্তমকুমার যোগ দিয়ে অসমের বিজেপি সরকারকে কড়া জবাব দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বরের মিছিলে অঞ্জলি শীলও উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন। নোটিশ পেয়েই তিনি জানিয়েছিলেন, ভয় পাই না। মুখ্যমন্ত্রী পাশে আছেন। এদিকে, গত শনিবার একেবারে অসম সীমানার পাকড়িগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা করে অসম সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূলের সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক। এবার সেই আন্দোলনকে জেলার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে জেলা জুড়ে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তৃণমূল। ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, মঙ্গলবারের মিছিলে পাঁচ হাজার মানুষ এনআরসির বিরুদ্ধে পথে নামবে।

ফালাকাটায় মিছিলের প্রস্তুতি বৈঠকে নেতৃত্ব।

রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন হরিয়ানায় আটক সাত শ্রমিক

সংবাদদাতা, মালদহ : মালদহের শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হরিয়ানার পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন ওই সাত শ্রমিক। বাড়ি ফেরার পরই শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাঙ্গাইপুর ঠাকুরটোলার ওই সাত পরিযায়ী শ্রমিক পেটের দায়ে কাজ করতে গিয়েছিলেন হরিয়ানায়। কিন্তু গুরগাঁওয়ের পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে যায়, সন্দেহ তাঁরা বাংলাদেশি। সেই অভিযোগে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে তাঁদের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য সরকারের তরফে তৎপরতা শুরু হয়। বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন সরাসরি কথা বলেন হরিয়ানা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে। জেলাশাসককেও দেন পদক্ষেপের নির্দেশ। রবিবার সন্ধ্যায় মুক্তি পান শ্রমিকরা। তবে মুক্তির পরে ঘরে ফেরা শ্রমিকরা জানিয়েছেন, আর তাঁরা বাইরে কাজ করতে যাবেন না। এদিন তাঁদের বাড়িতে যান বিধায়ক তাজমুল হোসেন। জানান, রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে। এখানেই থেকে জীবিকা গড়ে তোলার আশ্বাসও দেন তিনি।

মন্ত্রী তাজমুল হোসেনকে ধন্যবাদ জানান শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা।

দিল্লিতে আটকে থাকা ২০০ শ্রমিক ফিরলেন বুনিয়াদপুরে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বাংলা বলার অপরাধে দিল্লিতে আটকে রেখে বাঙালি শ্রমিকদের অত্যাচার। ওই শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একে একে বাড়ি ফিরছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে হরিয়ানা এবং দিল্লিতে আটকে থাকা শ্রমিকরা। ইতিমধ্যেই উত্তরের গোয়ালপোখর, মালদহ, কোচবিহারের শ্রমিকরা বাড়ি ফিরেছেন। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের ২০০ জন শ্রমিক। স্থানীয় মাসুদ করিম জানান, বুনিয়াদপুর নারায়ণপুরের ১ নম্বর ওয়ার্ড রাঙাপুকুরের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক দিল্লি থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন। মূলত দিল্লি, হরিয়ানা-সহ বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করতে গেছেন তাঁদেরকে পুলিশ প্রশাসন প্রচণ্ডভাবে ভয় দেখাচ্ছে। এছাড়াও মারধরও করা হচ্ছে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও। সেই কারণে সোমবার সন্ধ্যাবেলা বুনিয়াদপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের রাঙাপুকুর এলাকার প্রায় ২০০ থেকে ২০০ জন ফিরে আসেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করতেন। যার কারণে ওখানে থাকা বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র বাসের ছাদে করে নিয়ে আসেন। মূলত সেই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের বলা হয় ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁরা যদি বাড়িতে ফেরত না যান তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশাসনিক বৈঠক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন দৃষ্টান্তমূলক প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান বাস্তবায়িত করতে প্রশাসনিক বৈঠক হল ইটাহারে। এদিন বিকেল নাগাদ ইটাহার ব্লক প্রশাসন ও ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের তৎপরতায় ইটাহার ব্লক প্রাঙ্গণে সভা হলে ব্লকের কৃষি, ভূমি, বিদ্যুৎ-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, প্রধান ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রশাসনের বৈঠকে প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে নানারূপে আলোচনা করা হয়। বিধায়ক মোশারফ হোসেন, বিডিও দিব্যেন্দু সরকার, কৃষি আধিকারিক, গৌরব সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাছ পড়ে বিপত্তি, কয়েক ঘণ্টায় বিদ্যুৎ ফিরিয়ে নজির

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: রবিবার রাতে প্রবল বর্ষণে, কালচিনি ব্লকের ভাটপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা একটি বিশাল রেনট্রির গোড়ার মাটি আলগা হয়ে উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের ১১ হাজার ভোল্ট সাপ্লাই লাইনের ওপর। ১১ হাজারের লাইনের পাশেই ছিল ৪৪০ ভোল্টের সাপ্লাই লাইন। উভয় লাইনই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ পরিষেবা। রাতেই খবর পেয়ে ময়দানে নামে বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভেঙে যাওয়া বিদ্যুতের খুঁটি পাল্টে, ছিঁড়ে যাওয়া তার লাগিয়ে রাতেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই বিস্তীর্ণ এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করে বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভাগীয় প্রবন্ধক অংশুমান সরকার জানান, রাতে বৃষ্টির মধ্যে খবর আসে যে, গাছ পড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ভাটপাড়া এলাকায়। আমাদের কর্মীরা বৃষ্টির মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করে দিয়েছে।

কেউ আসেনি, ঝুঁকি নিয়ে ভাল্‌ভ জুড়লেন সহ-চালক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : নিচে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা তিস্তা। স্টেশনে ঢোকার আগেই চেন টেনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন এক যাত্রী। সেতুর ওপর ঝুঁকিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিউ জলপাইগুড়িগামী ১৫৭০৪ ডাউন বিজি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। খবর পাওয়ার পরও আসেননি কোনও আধিকারিক, কর্মীরাও। অবশেষে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভাল্‌ভ জোড়েন সহকারী চালক কুমার সৌরভ। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেনের নিচে ঢুকে একে একে সব ভাল্‌ভ ঠিক করে দেন। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, এতে ট্রেনটি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে সেতুতে আটকে ছিল। পরে নিরাপদে ট্রেনটি চলতে শুরু করে। প্রসঙ্গত, জল্পেশ শিবতীর্থে শ্রাবণ মাসে তিস্তার জল নিয়ে যাওয়ার প্রাচীন রীতি রয়েছে। আগে তিস্তা ব্রিজের কাছে ট্রেন এক-দু'মিনিট দাঁড়াতেও দেওয়া হত পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে। যদিও এখন রেল সেই ব্যবস্থা বন্ধ করেছে।

এভাবেই ট্রেনের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ভাল্‌ভ জোড়েন সৌরভ।

অফিসে দেরি, কড়া ব্যবস্থা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সময়মতো অফিসে আসেননি কর্মীরা। একই দিনে ৩০ জন পরিবহণ কর্মীকে অফিসে উপস্থিতির খাতায় সিএল লিখে দিয়ে তাঁদের সতর্ক করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনে অফিসে উপস্থিতি নিয়ে ঢিলেমির অভিযোগ উঠেছে। এদিন ১০টা ৪৫ মিনিটে কোচবিহারের সাগরদিঘির পাড়ে পরিবহণ ভবনে হাজির হন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি অফিসে কর্মীদের গরহাজির দেখে সব বিভাগে গিয়ে ফাঁকা টেবিল চেয়ার দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে কর্মীদের ওপরে খেপে যান। চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, এদিন ৩০ জন কর্মীকে তাঁদের উপস্থিতির খাতায় সিএল লিখে সতর্ক করেছেন। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, নিয়ম ভাঙা বরদাস্ত করা হবে না।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 July, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বৃদ্ধের লাঠির ঘায়ে পিটটান হাতির

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : লালগড়ে হাতির হামলা। সাহসিকতার সঙ্গে বাঁশের লাঠি নিয়ে লড়াই চালিয়ে রক্ষা পেলেন বৃদ্ধ দম্পতি। প্রায় একমাস ধরে লালগড়ের ধানশোলা গ্রামে উৎপাত চালাচ্ছে একটি বুনো হাতি। রবিবার গভীর রাতে সেটি ফের হানা দেয়। এবার এক ষাটোর্ধ্ব দম্পতির সাহসিকতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। গ্রামের বিমল মান্ডি ও তাঁর স্ত্রী এক কামরার মাটির ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। জানালা দিয়ে দেখেন, ঘরের ভিতরে শুঁড় ঢুকিয়ে খাবারের খোঁজ করছে হাতিটি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কোণে রাখা বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে হাতিটির শুঁড়ে সজোরে আঘাত করেন বিমল। আচমকা আঘাতে চমকে গিয়ে হাতিটি পালিয়ে যায়। ফলে রক্ষা পান বিমল ও তাঁর স্ত্রী। গ্রামবাসীদের দাবি, এই হাতিটি গত একমাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই ধানশোলা-সহ আশপাশের গ্রামে হানা দিচ্ছে। খাবারের খোঁজে ঢুকে পড়ছে বাড়ির ভিতরে। রবিবার রাতেও হাতিটি চারটি মাটির বাড়ির আংশিক ক্ষতি করে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আইসিডিএস কেন্দ্রের দরজা-জানালা ভেঙে চালের বস্তা বের করার চেষ্টা করে। বন আধিকারিকরা সোমবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। তাঁদের অনুমান, হাতিটি গোয়ালতোড়ের দিক থেকে লালগড়ে এসে রয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের আবেদন, হাতিটি যাতে আর গ্রামে না ঢোকে তা দেখুক বন দফতর।

■ হাতির হানায় এভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়িঘর।

ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন

■ ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ইস্যুতে গত ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ থেকে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে ফের স্টেডিয়ামে শেষ হয়। বিধায়কের দাবি, ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার বন্ধ না হলে তাঁদের এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

■ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে পুরো অঞ্চল জুড়ে মোটরবাইক মিছিল করে প্রতিবাদ জানানো হয়। মিছিলে ছিলেন ৩ নং সত্যপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি চন্দন বেরা, অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি হাসিরুদ্দিন খাঁ প্রমুখ।

ছাত্রীর অপহরণের নাটক নাসিক থেকে ধরল পুলিশ

সংবাদদাতা, আসানসোল : গত ১৯ জুলাই আসানসোলের সালানপুর থানার বনজেমারি এলাকার এক দশম শ্রেণির ছাত্রী রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর ওই ছাত্রীর মোবাইল থেকে পরিবারকে মুক্তিপণের মেসেজ পাঠানো হয়। এমনকী ছাত্রীর মোবাইল থেকে ভিডিও কলও করা হয়েছে। এই ঘটনার পর সালানপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তারপর ওই ছাত্রীর মোবাইল ট্র্যাক করে মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কারণে দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। তারপরই সে অপহরণের নাটক সাজায়।

ডেবরা পঞ্চায়েতকে দেওয়া হল আবর্জনাবাহী টোটো

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় ডেবরা ৫/১ এবং ৫/২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ডেবরা বাজার জুড়ে আবর্জনা তোলার জন্য টোটো গাড়ি দেওয়া হল ডেবরা বাজার পরিবেশ সচেতনতা কমিটির হাতে। সোমবার বিকেলে ডেবরা ৫/২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের সামনে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই গাড়ি দেওয়া হয়। ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, ডেবরা ৫/২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তনুশ্রী দোলাই, ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত সদস্য জওহরলাল ভুঁইয়া প্রমুখ।

■ দেওয়া হচ্ছে টোটো গাড়ির চাবি।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, ঘাটাল : প্রতি বছর ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় কলকাতায়। তাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রবল। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের সামনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ব্যানার পোস্টারিং করেন ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাঁতরা, চন্দ্রকোণা-২ নং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি গণেশ দোলুই, ছাত্রনেতা শেখ আব্দুল কালাম প্রমুখ।

চোর ধরে উদ্ধার হল চোরাই মাল

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর টেন্ডার পাওয়া সংস্থার প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সরঞ্জাম চুরি। কিনারা করল কোক আভেন থানার পুলিশ। ১১ কেভি ইউজি কেবল ড্রাম ও বেশ কিছু ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম নারায়ণপুর থেকে চুরি হয়। কোক আভেন থানার আধিকারিক মইনুল হকের নেতৃত্বে একটি টিম প্রথমে নীতেশকুমার যাদব নামে একজন লরিচালককে গ্রেফতার করে। তাকে জেরা করে জানা যায়, সে চুরি যাওয়া মাল নিয়ে গিয়েছিল হাওড়ার লিলুয়া সংলগ্ন মালিপাঁচঘড়ায়। এরপর নীতেশকে নিয়ে পুলিশ রীতেশপ্রতাপ সিং নামে একজনকে গ্রেফতার করে। রীতেশকে হেফাজতে নিয়ে গতকাল ফের হানা দিয়ে মূল অভিযুক্ত অনুজ কুমারকে গ্রেফতার করে।

চাঁদের পাহাড়চুড়োয় বাস্তবের ‘শঙ্কর’ জ্যোতিষ্ক

প্রতিবেদন : ছোটদের জন্য লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’ এক অনবদ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। আফ্রিকায় না গিয়েও নিখুঁত বর্ণনায় উঠে এসেছে সেখানকার নিখুঁত বর্ণনা। কাহিনির নায়ক শঙ্করের মতো বাংলার আরেক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় নদিয়ার করিমপুরের ছেলে জ্যোতিষ্ক বিশ্বাস। তিনিও পৌঁছে গিয়েছেন মাউন্টেন অফ দি মুন-এ।

চাঁদের পাহাড় ছিল শঙ্করের স্বপ্ন এবং অভিযানের অনুপ্রেরণা। বাস্তবের জ্যোতিষ্কেরও তাই। সাইকেল নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। যেখানে চাঁদের পাহাড়ের চুড়োয় শঙ্কর পৌঁছতে পারেননি, তিনি পারেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে তাঁর ভ্রমণকাহিনির বিবরণ দিয়েছেন। সঙ্গে প্রচুর ছবি। লিখেছেন, চাঁদের পাহাড় মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে সেটাই দেখবার। আমার অদৃষ্ট আমায় আফ্রিকায় টেনে নিয়ে এল।

■ চাঁদের পাহাড়ের চূড়ায় জ্যোতিষ্ক বিশ্বাস।

সাভানার মাধ্যমে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতি মুহূর্তে জেব্রাদের ঘুরে বেড়ানো, জলহস্তীদের বিশ্রাম, শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যই দেখছিলাম না, আবিষ্কার করছিলাম নতুন বিশ্বকে।

চাঁদের পাহাড় ছাড়াও জ্যোতিষ্ক ৫,৩৬৪ মিটার উচ্চতায় বিশ্বের উচ্চতম বেস ক্যাম্পে যান সাইকেল চালিয়ে। সেখানে থেকেই শুরু হয় ‘এভারেস্ট ক্লাইম্বিং’। পাহাড়ের কোলেই বড় হয়ে ওঠা ওঁর। পড়ার জন্য কলকাতায় এলেও মন পড়ে থাকে পাহাড়ে। তাই সাইকেলে চড়েই শেষ করেছেন সমুদ্র থেকে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প যাত্রা। এবার চাঁদের পাহাড়ে বাংলার শঙ্কর।

জ্যোতিষ্কের আগে বীরভূমের উজ্জ্বলও ২০১৯-এ সাধারণতন্ত্র দিবসের সকালে কিলিমাঞ্জারোর সর্বোচ্চ উহুরু শৃঙ্গে জাতীয় পতাকা উড়িয়েছেন। সঙ্গী ছিল প্রিয় সাইকেল ‘চেতক’। মহম্মদবাজার গৌরনগরের উজ্জ্বলের নেশা সাইকেল অভিযান।

দিল্লিতে ফের বাঙালি-নিগ্রহ আটক নদিয়ার পরিচারিকা

প্রতিবেদন : দিল্লিতে পরিচারিকার কাজে গিয়েছিলেন নদিয়ার শান্তিপুর থানার শাকিলা বিবি। সেখানে তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছে। শাকিলার বাড়ি শান্তিপুর থানা এলাকার নতুনহাট ঘরামিপাড়ায়। সেখানে তাঁর শাশুড়ি খবর পান বউমাকে দিল্লি পুলিশ ধরেছে। খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন শাশুড়ি শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বেশ কয়েকমাস আগে পুত্র শহিদুলের সঙ্গে বউমা শাকিলা দিল্লি যান কাজের জন্য। শহিদুল দিনমজুরের কাজ করেন আর শাকিলা পরিচারিকার। হঠাৎ সোমবার শাকিলাকে দিল্লি পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার করেছে। পরের খবর এখনও বাড়ির লোক পাননি। তাই শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। থানা থেকে গুরুত্ব দিয়ে খোঁজখবর করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মামলা দায়ের করা উচিত হয়নি বিচারপতি যশবন্ত বর্মার। স্পষ্ট অভিমত সুপ্রিম কোর্টের। নগদ-কাণ্ডে অভিযুক্ত বিচারপতি বর্মার মামলা শুনতে অবশ্য রাজি হয়েছে শীর্ষ আদালত। নতুন বেঞ্চ গঠনের পর সোমবারই শুনানির দিন ধার্য হয়েছিল এই মামলার

এসআইআর আলোচনায় ভয় কীসের?

অপারেশন সিঁদুর, মোদিকে তীব্র আক্রমণ কল্যাণের

প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভায় চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনওরকম রাখঢাক না করেই মোদির উদ্দেশ্যে তাঁর মন্তব্য, আপনার মতো পাহারাদার থাকলে আরও ভারতীয় প্রাণ হারাবেন। সোমবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে লোকসভায় বিশেষ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর অপদার্থতার মুখোশ খুলে দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার আগাগোড়া বাংলাতেই বক্তব্য পেশ করলেন তিনি। নজর কাড়লেন ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শুরু করে অন্য বিরোধী সাংসদদেরও। পাশাপাশি নিজের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিজেপির বাংলা ভাষার প্রতি অমর্যাদা ও বিদ্বেষের মনোভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে তৃণমূল যে অনড় এবং এতেই দলের অগ্রাধিকার এদিন তাও স্পষ্ট করে দিলেন কল্যাণ। তাঁর কটাক্ষ, আগে সরকার নির্বাচিত করতেন ভোটাররা, আর এখন নরেন্দ্র মোদি সরকার বলছে, তারাই বেছে নেবে ভোটারদের। এ তো গণতন্ত্রকে খুন করা হচ্ছে। এসআইআর নিয়ে আলোচনায় এই সরকার ভয় পাচ্ছে কেন? সোমবার সিঁদুর নিয়ে তাঁর বক্তব্যে শুরুতেই মোদি-শাহ ডবল ইঞ্জিন সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলে দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ভারতবর্ষের

এমন পাহারাদার যে চার জঙ্গি ঢুকে কাশ্মীরে হত্যালীলা চালিয়ে পালিয়ে গেল। সেই জঙ্গিদের ধরতে ব্যর্থ হল সরকার। অথচ সেই কথা ধামাচাপা দিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে একশো জঙ্গিকে হত্যার বিষয়ে বড় বড় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সাহস থাকলে সত্যি কথা বলুন। চার জঙ্গি কী করে প্রবেশ করল পহেলগাঁওয়ে, ১৪০ কোটি দেশবাসী জানতে চায় তা, জবাব দিন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, অপদার্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, ব্যর্থ অজিত দোভাল। গোয়েন্দারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারান জওয়ান ঝন্টু আলি শেখ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের বক্তব্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিভিন্ন কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে মোদি-শাহকে নিশানা করেন তৃণমূল সাংসদ। এরপরেই অমিত শাহর উদ্দেশ্যে কল্যাণের কটাক্ষ, পহেলগাঁও হামলায় বিএসএফ-সহ নিরাপত্তাবাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে জঙ্গি ঢুকে পড়ল অথচ পহেলগাঁওয়ে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জঙ্গি ধরতে পারলেন না, ব্যর্থ হলেন। অপারেশন সিঁদুরের পর গোটা দেশবাসীর মনের মধ্যে পাকিস্তান বিরোধী তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়। ভারত তাদের হাত থেকে এবার বুঝি পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে নেবে— এমন আশায় বুক বাঁধছিলেন দেশের আপামর জনগণ। কিন্তু ১০মে দুপুর সাড়ে তিনটেয় হঠাৎ যুদ্ধবিরতির ঘোষণা। রীতিমতো অবাক করে দেওয়ার মতো। প্রধানমন্ত্রী মোদিই এমন কাজ করতে পারেন! উপহাসের ভঙ্গিতে বলেন তৃণমূল সাংসদ। ৯০ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার একমাত্র মোদিই করতে পারেন। ভারত-পাকিস্তানের এই যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, নিজেই ট্যুইটে তা লিখেছেন। আমাদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে গিয়েছে।

৩৬২ কোটি খরচে বিশ্বভ্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

কোনও দেশই মুখ খুলল না পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

প্রতিবেদন : পহেলগাঁও হামলার পর ক'টা দেশ আজ পর্যন্ত খোলাখুলি পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করেছে? বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কাছে এই পরিষ্কার প্রশ্ন ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন আগেই এই প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু সংসদে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে নিপুণভাবে পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের সঙ্গে সাধারণ 'ক্রস বর্ডার টেররিজম'কে মিলিয়ে দিয়েছেন 'সুবক্তা' জয়শংকর। যা নিয়ে বিদেশমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের সাফ বক্তব্য, জয়শংকর 'সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ'-এর সাধারণ প্রতিবাদের সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কড়া নিন্দাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এই যুক্তি কীভাবে প্রযোজ্য? ভারত সাতটি দেশের সঙ্গে স্থল ও জলসীমার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। তাহলে এই ভিত্তিহীন অনুমানের মানে কী? সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, কোনও দেশ আজ পর্যন্ত সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কথা বলেনি! এমনকী, প্রধানমন্ত্রী মোদির বিশ্বব্যাপী পিআর সার্কাসে জনগণের ৩৬২ কোটি টাকা নষ্ট করার পরও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি মুখ খোলেনি কেউ।

এসআইআর নিয়ে সুর নরম নয়, জানাল তৃণমূল

ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ বিরোধীদের

প্রতিবেদন : এসআইআরের প্রতিবাদে সোমবারও তৃণমূল-সহ বিরোধীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল সংসদ চত্বর। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। এই বিষয় নিয়ে সবার আগে সোচ্চার হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই নির্দেশিত পথে সংসদের চলতি বাদল অধিবেশনে সভাকক্ষে ও বাইরে এসআইআরের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেছেন তৃণমূল সাংসদরা। শুধু তাই নয়, কোন পথে এগোলে এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে চেপে ধরা যাবে, তার কৌশলও দেখিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদরাই। ঘাসফুল শিবিরের দেখানো পথে হেঁটেই এবার সংসদে সুর চড়াচ্ছে গোটা বিরোধী শিবির। সোমবার অপারেশন সিঁদুর সংক্রান্ত আলোচনা শুরুর আগে বিরোধীদের তরফে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্যমণি ছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। এখানেই কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং অন্য বিরোধী সাংসদরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্লোগান তুললেন, সার ওয়াপস লো। ছিলেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মিতালি বাগ। তৃণমূলের সঙ্গে একজোট হয়ে বিরোধী শিবিরের সপা নেতা অখিলেশ যাদব, ডিএমকের কানি মোঝি, জেএমএমের মহুয়া মাঝিরা সোচ্চার হন।

বাংলার জায়গায় বিহারের মানচিত্র

নীতি আয়োগের 'অনিচ্ছাকৃত ভুলে' ষড়যন্ত্রের গন্ধ দেখতে পাচ্ছে তৃণমূল

প্রতিবেদন : অনিচ্ছাকৃত ভুলের অজুহাত দিয়ে কেন্দ্র নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে চাইলেও, নীতি আয়োগের বার্ষিক রিপোর্টে বিহারকে বাংলা হিসেবে দেখানো আসলে বাংলার বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের তরফে এনিয়ে রাজ্যসভায় কেন্দ্রের জবাবদিহি চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, নীতি আয়োগের বাংলা সংক্রান্ত রিপোর্টের প্রচ্ছদে বিহারের মানচিত্র কেন? লক্ষণীয়, এই নিয়ে প্রথম থেকেই সরব হয়েছিল তৃণমূল। সোমবার এ-বিষয়ে নীতি আয়োগের দায়সারা জবাব, এটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। দ্রুততার সঙ্গে শুধরে নেওয়া হয়েছে সেই ভুল। এই জবাবে কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট নয় তৃণমূল। কেন্দ্রের এই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা ধরা পড়ে গিয়েছে হাতেনাতে। ঋতব্রতর প্রশ্ন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভুল স্বীকার করেছে ঠিকই। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটা শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই? বাকি রাজ্যের ক্ষেত্রে তো হল না। এই ত্রুটি কি কাকতালীয়? ঋতব্রতর কিন্তু ধারণা, নেপথ্যে ষড়যন্ত্র আছে। তাঁর প্রশ্ন, যে সময় দেশজুড়ে বাংলাভাষী মানুষের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে, বাংলায় কথা বলাটা অপরাধে পরিণত হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ নীতি আয়োগের রিপোর্টে বাংলার জায়গায় বিহারের মানচিত্র? ঋতব্রতর যুক্তি, ওরা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কথা বললেও বাংলার বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বিজেপি সরকার, তাতে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির সাফাই বিশ্বাস করতে চাইছেন না বাংলার মানুষ।

লক্ষণীয়, এর আগে রাজ্যসভার আর এক তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল দাবি জানিয়েছিলেন, বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীর।

শিক্ষা নেয়নি বিজেপি

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ২ ভক্তের

প্রতিবেদন : শ্রাবণের সোমবারে যোগীরাজ্যের বারাবাঁকির অবশানেশ্বর মন্দিরে মহাদেবের পুজো দিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ২ জন। হরিদ্বারে মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনা। বারাবাঁকির ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩০ জনের বেশি। উত্তরাখণ্ডের ঘটনা থেকে যে শিক্ষা নেয়নি যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন, তা ফের একবার প্রমাণিত। এদিন আচমকাই বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে টিনের চালের উপর পড়লে আতঙ্ক ছড়ায় ভক্তদের মধ্যে। হুড়োহুড়ি করে পালাতে গেলে ঘটে বিপত্তি।

চুক্তিভিত্তিক কর্মী, মালা রায়ের প্রশ্নে অস্বস্তিতে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকায় গভীর সংশয় প্রকাশ করলেন তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। লোকসভায় এক লিখিত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অসংখ্য চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য কোনও পরিকল্পনা আদৌ নিয়েছে কি কেন্দ্র। যদি নেওয়া হয় তবে বিস্তারিতভাবে জানানো হোক তা। আর যদি এমন কোনও ভাবনাচিন্তা না থাকে কেন্দ্রের তবে তার কারণও ব্যাখ্যা করা হোক। তৃণমূল সাংসদের এই সরাসরি প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যায় কেন্দ্র। কারণ, এই ধরনের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের প্রশ্নাতীত দক্ষতা থাকলেও রোজগারের কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সুশ্রীশোভা কারান্দলাজে লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় উদ্যোগের কথা জানালেও বিস্তারিতভাবে কিছুই বলতে পারেননি।

দেশ বিদেশ
29 July, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও বৃদ্ধি করল পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। এবার দুই দেশের কূটনীতিক এবং সরকারি আধিকারিকদের ভিসা ছাড়াই প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে ইসলামাবাদ এবং ঢাকা

শ্রীনগরের জঙ্গলে অপারেশন মহাদেব, খতম ৩ জঙ্গি

নিহতদের মধ্যে পহেলগাঁও-চক্রী? চিনা রেডিওবার্তায় নজরদারি চালায় সেনা

প্রতিবেদন : অপারেশন সিঁদুরের পর অপারেশন মহাদেব! পহেলগাঁও হামলার ৫৭ দিনের মাথায় অবশেষে খতম মূলচক্রী। সোমবার ঠিক যে সময়ে সংসদে ‘অপারেশন সিঁদুর’ আলোচনা চলছে, ঠিক সেইসময় জম্মু-কাশ্মীরের কাছেই ভারতীয় সেনার অভিযানে নিকেশ হল পহেলগাঁও হামলার ‘মাস্টারমাইন্ড’ লস্কর জঙ্গি সুলেমান। সঙ্গে আরও দুই জঙ্গি আবু হামজা ও ইয়াসিরকে নিকেশ করা গিয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁও উপত্যকায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার মদতপুষ্ট সংগঠন টিআরএফ-এর হামলায় ‘খুন’ হয় ২৫ ভারতীয় পর্যটক ও এক কাশ্মীরি বাসিন্দা। জবাবে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর মাধ্যমে একের পর এক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। কিন্তু পহেলগাঁও হামলার নেপথ্যে যে চার জঙ্গির ভূমিকা ছিল, তাদের খোঁজ কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে ঘটনার ৫৭ দিন পর সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুরু হয় নিরাপত্তা বাহিনী, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযান ‘অপারেশন মহাদেব’। শ্রীনগরের কাছে দাচিগামে জঙ্গলে টানা কয়েকদিন

ধরে নজরদারির পর জঙ্গিদের অবস্থান নিশ্চিত করে এই অভিযান চালায় ভারতীয় সেনাবাহিনী। গুলি-পাল্টা গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয় তিন জঙ্গি। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সেনা সূত্রে খবর, যে এলাকায় জঙ্গিরা লুকিয়ে ছিল সেটির জটিল ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অভিযান চালানো ছিল চ্যালেঞ্জিং। গোটা এলাকা পায়ে হেঁটে পৌঁছনোর কারণে সেনাবাহিনীকে অতিরিক্ত কৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছে। তবে অপারেশন সিঁদুরের মতো অপারেশন মহাদেবও এখানেই শেষ হচ্ছে না। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনী ওই পাহাড়ি অঞ্চলে নজরদারি আরও জোরদার করছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ এবং জঙ্গি গতিবিধি রুখতে এখন সেনা ও পুলিশের যুগ্ম অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এদিকে শ্রীনগরের কাছে দাচিগামের জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে তিন জঙ্গিকে সোমবার খতম করেছে সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনা এবং কাশ্মীর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নিহতেরা পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গি। তবে তারা পহেলগাঁও হামলায় জড়িত ছিল কি না, তা এখনও সরকারিভাবে নিশ্চিত করেনি সেনা বা পুলিশ। ‘অপারেশন মহাদেব’ এখনও চলছে। সেনা সূত্রে খবর, আগে থেকে পরিকল্পনা করেই এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। তার আগে লস্কর-ই-তইবা এবং জইশ-এ-মহম্মদ জঙ্গিদের উপর ১৪ দিন ধরে নজর রেখেছেন গোয়েন্দারা। দাচিগামে একটি চিনা রেডিওর সক্রিয়তা টের পেয়েই নজরদারি শুরু করেন তাঁরা। তারপরই শুরু আক্রমণ।

নাসা থেকে একধাক্কায় বিপুল কর্মীছাঁটাই

প্রতিবেদন : মার্কিন মহাকাশবিজ্ঞান গবেষণায় জোর ধাক্কা! একসঙ্গে এই অগ্রণী সংস্থার প্রায় ২০ শতাংশ কর্মী চলতি বছরের মধ্যেই ছাঁটাই হতে চলেছেন। কর্মী ছাঁটাইয়ের এই ঘটনা শুধু অভ্যন্তরীণ রদবদল নয়, বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক মদতে বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাব ও অপেশাদার নেতৃত্বের চাপ বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা সংস্থাকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চলতি বছরেই ৩৮৭০ কর্মীছাঁটাইয়ের কথা প্রকাশ্যে এসেছে। এরপর নাসায় ১৪ হাজার কর্মী অবশিষ্ট থাকবেন।

সম্প্রতি নাসার অন্তর্বর্তী প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান ও ডোনাল্ড ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ শ্যন ডফি। যাঁর মহাকাশবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিগত বিষয়ে কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই বলে মত মার্কিন বিশ্লেষকদের। বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ একে ‘রাজনৈতিক নিয়োগের বিপজ্জনক উদাহরণ’ বলে মনে করছেন।

নাসার এক অভ্যন্তরীণ চিঠিতে কর্মীরা অভিযোগ করেছেন, নতুন নেতৃত্ব গবেষণার স্বাধীনতা খর্ব করছে এবং মহাকাশ মিশনগুলিকে

ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের জের

রাজনৈতিক স্বার্থে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। কর্মীদের মতে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যেমন মঙ্গল গ্রহে স্যাম্পল রিটার্ন মিশন বা লুনার গেটওয়ের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

বিশ্বজুড়ে যখন মহাকাশ গবেষণায় প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তখন নাসার মতো সংস্থায় বিজ্ঞান নয়, বরং রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা মহল নাসার এই হঠাৎ রূপান্তরকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য আক্রমণ বলে বর্ণনা করছে। ওয়াশিংটনের এক বিজ্ঞাননীতি গবেষক বলেন, নাসা শুধুমাত্র একটি মহাকাশ সংস্থা নয়, এটা আমেরিকার ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতীক। আর এই প্রতীককেই এখন দলীয় স্বার্থে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

যখন চিন, ইউরোপ এবং ভারত মহাকাশ অভিযানে অভাবনীয় অগ্রগতি করছে, তখন নাসার মতো একটি সংস্থায় অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের হঠাৎ ছাঁটাইয়ে আমেরিকা মহাকাশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজ্ঞানকে রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি বানালে তা শুধু সংস্থার ক্ষতি নয়—দেশের ভবিষ্যতের জন্যও বড় বিপদ।

■ বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, পানীয় জলের অভাব ও পানীয় জলের উপর করবৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুরনিগমে বিক্ষোভ কর্মসূচি দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের যুব সভাপতি শান্তনু সাহা ও অন্যরা। সোমবার।

মাকে বাঁচান! ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নিমিশার কিশোরী মেয়ের অসহায় আর্তি কর্তৃপক্ষকে

১১ বছর পর জেলে সাক্ষাৎ ও ক্ষমাপ্রার্থনা

প্রতিবেদন : মায়ের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে ইয়েমেনের সর্বোচ্চ আদালত। ১৬ জুলাই তা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও তা সাময়িক স্থগিত হয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও মৃত্যুদণ্ড রদ করা সম্ভব হয়নি। প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে এবার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নিমিশা প্রিয়ার হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে ইয়েমেনে গেল তাঁর কিশোরী কন্যা। বাবা টমি টমাসের সঙ্গে সেদেশে গিয়েছে কেরলের কিশোরী মিশেল।

কেরলের নার্স নিমিশা গত কয়েক বছর ধরে ইয়েমেনের কারাগারে বন্দি। তাঁর মেয়ে তাঁকে এক দশকের বেশি সময় ধরে দেখেইনি। সে কেরলে থাকে আর তার মা ইয়েমেনের জেলে মৃত্যুদণ্ডের বোঝা মাথায় নিয়ে বন্দি। খুনের মামলায় নিমিশা প্রিয়াকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে সেদেশের শীর্ষ আদালত। দেশের প্রেসিডেন্ট নিমিশার ক্ষমাপ্রার্থনার আর্জি খারিজ করেছেন। ফাঁসির সাজা সাময়িক স্থগিত হওয়ার পর একরাশ আশা নিয়ে মায়ের মৃত্যুদণ্ড রদ করার আর্জি জানাতে ইয়েমেনে গিয়েছে কিশোরী কন্যা। ইয়েমেনের কর্তৃপক্ষের কাছে কান্নাভেজা গলায় মিশেলের আবেদন, আমি আমার মাকে খুব ভালবাসি। দয়া করে ওঁকে ক্ষমা করে দিন। আমি আমার মাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমার তাঁকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে। আমি মায়ের সঙ্গে থাকতে চাই।

কেরলের পালাক্কাড়ের বাসিন্দা নিমিশা নার্সের কাজ নিয়ে ২০০৮ সালে ইয়েমেনে যান। পরে ২০১৭ সালে এক ব্যবসায়িক সঙ্গীকে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় ২০১৮ সালে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির নির্দেশ দেয় ইয়েমেনের আদালত।

বার্ষিক আয় মাত্র ৩ টাকা!

ছাপার ভুলের সাফাই দিল বিজেপি

প্রতিবেদন : বার্ষিক আয় মাত্র ৩ টাকা! মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার এক কৃষকের আয়-শংসাপত্রে সরকারিভাবে লেখা, তাঁর বছরে আয় মাত্র তিন টাকা। প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য। তীব্র কটাক্ষ করে রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস বলল, ডবল ইঞ্জিনের রাজত্বে ভারতের দরিদ্রতম মানুষ। বেকায়দায় পড়ে মধ্যপ্রদেশ সরকার সাফাই দিল, ছাপার ভুলেই এই বিভ্রাট হয়েছে।

প্রশাসনের গাফিলতি আর অব্যবস্থার উদাহরণ সাতনার কোটি তহসিল এলাকার এই ঘটনা। কৃষক রামস্বরূপ লোধি যখন সরকারি কৃষি সহায়তার জন্য দরকারি কাগজপত্র জমা দেন, তখন তাঁকে আয় সংক্রান্ত এই শংসাপত্রটি দেওয়া হয়। সেখানে লেখা ছিল বার্ষিক আয় ৩ টাকা। অর্থাৎ মাসে মাত্র ২৫ পয়সা! সঙ্কটে পড়ে জেলা প্রশাসন একে ‘টাইপিং মিস্টেক’ বলে দায় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। বলা হয়েছে, প্রকৃত আয় ৩০,০০০। কিন্তু টাইপিংয়ে ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, আয় সংক্রান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ নথির উপর নির্ভর করে সরকারি ভাতা, ফসল বিমা ও ঋণের সুবিধা, সেখানে এত গুরুতর ভুল কেন? এই ঘটনাকে ঘিরে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারের কৃষক-নীতি নিয়ে ফের বিরোধীরা সরব হয়েছেন। কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, মধ্যপ্রদেশের কৃষকরা মরছেন ঋণের দায়ে, শস্যের দাম পাচ্ছেন না। আর প্রশাসন বলছে তাঁদের বার্ষিক আয় ৩ টাকা! নির্লজ্জ এই সরকার। কংগ্রেস ছাড়াও সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি এবং কৃষক সংগঠনগুলি এই ঘটনাকে ‘কৃষক-নিগ্রহের প্রতীক’ বলে সমালোচনা করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোনওরকম আঘাত এলে বা প্রতিকূল পরিবেশের মুখে পড়লে গাছেরাও আর্তনাদ করে। আর সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'আলট্রাসাউন্ড' শুনতে পায় পতঙ্গেরা! বলছেন ইজরায়েলের গবেষকেরা

টেলিস্কোপ

জেনেশুনে বিষ করেছি পান

সকালে ঘুম থেকে উঠেই হাত বাড়িয়ে ফোন, ফেসবুক চেক, ইনস্টাগ্রাম, রিল দেখা, হোয়াটসঅ্যাপে 'গুড মর্নিং' পাঠানো। ঘুমোতে যাওয়ার আগেও একই কাজ। এটা হল শহর, গ্রাম, অফিস, বাড়ি—প্রায় সবার গল্প। প্রযুক্তি আমাদের উপকার করেছে ঠিকই, কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহার কেড়ে নিচ্ছে ঘুম, চোখ, মন, সম্পর্ক সবই। তাই সময় এসেছে 'ডিজিটাল ডিটক্স'-এর। এটা কোনও বিলাসিতা নয়, বরং ২০২৫ সালের নাগরিক জীবনের প্রধান দাবি।

আপনি কি 'ডিজিটাল ক্লান্তি'তে ভুগছেন?

ফোন না থাকলে কি অস্থির লাগে? দিনে ৪-৫ ঘণ্টার বেশি সময় স্ক্রিনে কেটে যায়? রাত ১টা-২টো পর্যন্ত রিল দেখতে দেখতে ঘুম আসে না? মুখোমুখি সম্পর্কের বদলে মেসেজেই সব কিছু সারেন? এই প্রশ্নগুলোর অন্তত তিনটির উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তবে আপনি ডিজিটাল ওভারলোডের শিকার।

ডিজিটাল ডিটক্সেই মুক্তি

আমরা প্রত্যেকেই এখন কমবেশি ডিজিটালি ওভারলোড। এই বোঝা আগামী দিনে ঝুঁকির মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে নতুন প্রজন্মকে। তাই সময় এসেছে ডিজিটাল ডিটক্স-এর। কী এই ডিজিটাল ডিটক্স? কীভাবে করবেন? বললেন **দীপ্র ভট্টাচার্য**

ওভারলোডের কুফল

- ডিজিটাল দুনিয়ার ক্রমাগত 'নোটিফিকেশন' আমাদের মস্তিষ্কে ডোপামিনের ক্ষরণে অতিরিক্ত উত্তেজনা তৈরি করে, যা মনোযোগে বাধা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা বেশি সময় ফোনে কাটায় তাদের মনোযোগ ধারণ ক্ষমতা ৫০% পর্যন্ত কমে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়। এমনকী ছোট ছোট সময়ের জন্য ফোন ব্যবহার বন্ধ করতে না পারার অভ্যাস আমাদের ব্রেনের 'ফোকাস এলাকা' ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- টানা স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে চোখ শুকিয়ে যায়, মাথাব্যথা করে, ঘাড় ও পিঠেও ব্যথা শুরু হয়— যাকে বলে ডিজিটাল ফ্যাটিগ (Digital Fatigue)।
- পরিবারে এখন সবাই একসঙ্গে বসেও আলাদা স্ক্রিনেই চোখ রাখেন। তাই হারিয়ে যাচ্ছে সম্পর্ক। সন্তান, সঙ্গী, বাবা-মা— সবার জগৎ আলাদা।
- বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য এক বড় ঝুঁকি। বিশেষ করে ডিজিটাল আসক্তি বা মোবাইল এবং সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট ব্যবহারে ক্ষতি হচ্ছে সবার।
- সারা দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার ফলে আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ুবিক উত্তেজনা ও স্ট্রেস বাড়ছে। ২০২২ সালে মার্কিন সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (APA)-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বেশি স্ক্রিন টাইম বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে স্ট্রেস লেভেল ৩০% পর্যন্ত বেশি। কারণ, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো ক্রমাগত আপডেট এবং নোটিফিকেশন দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ককে 'অবিরাম সক্রিয়' রাখে। এতে মনোযোগ-বিভ্রাট ঘটে, শিথিল হওয়া যায় না এবং সারাদিন মানসিক চাপ অনুভব হয়।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র ২০২৩ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা দিনে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটায় তাদের মধ্যে ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতার ঝুঁকি প্রায় ২ গুণ বেশি। বিশেষ করে 'কম্প্যারিজন কালচার' অর্থাৎ অন্যদের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি সাফল্যের ছবি দেখে নিজেকে তুলনা করা যা থেকে বাড়ছে মানসিক চাপ, হতাশা এবং একাকিত্বও।
- অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম এবং বিশেষ করে রাতের বেলা মোবাইল বা ল্যাপটপ ব্যবহার ঘুমের গুণগত মান হ্রাস করে। মার্কিন ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশন (NSF) রিপোর্ট অনুযায়ী, যারা ফোন বা ট্যাবলেট ব্যবহার করে ঘুমের আগে, তাদের গভীর ঘুমের সময় ২০-২৫% কমে যায়, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। নীল আলো (Blue Light) মস্তিষ্ককে জাগিয়ে রাখে এবং মেলাটোনিন হরমোনের উৎপাদন কমিয়ে দেয়, যা ঘুম আসার প্রাকৃতিক সংকেত দেয়। ফলে রাতের বেলা ফোনের স্ক্রিনে চোখ রাখলে ঘুমাতে সমস্যা হয়।

কীভাবে করবেন ডিজিটাল ডিটক্স

ডিজিটাল ডিটক্সের মাধ্যমে আমরা ধাপে ধাপে এই নেতিবাচক প্রভাবগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি। যেমন—

- আপনার দৈনিক স্ক্রিন টাইম লক্ষ্য রাখুন এবং অন্তত ১ ঘণ্টা সম্পূর্ণ স্ক্রিন-মুক্ত সময় রাখুন।
- সকালে উঠে প্রথম ৩০ মিনিট ফোন নয়— নিজের সঙ্গে থাকুন।
- ঘুমের আগে ১ ঘণ্টা ফোন থেকে দূরে থাকুন।
- রাত ১০টার পর ফোন সাইলেন্ট-এ রাখুন।
- প্রয়োজন ছাড়া সব অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ করুন।
- হোম স্ক্রিনে শুধু দরকারি অ্যাপই রাখুন।
- সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটার একটা নির্দিষ্ট সময় রাখুন।
- রিল বা শর্ট ভিডিও দেখার সময় টাইমার ব্যবহার করুন। রোজ একটানা ২০ মিনিটের বেশি স্ক্রল করবেন না।
- ২০-২০-২০ নিয়ম : প্রতি ২০ মিনিট পর, ২০ সেকেন্ডের জন্য, ২০ ফুট দূরের দিকে তাকান।
- সন্ধ্যার পর একটু হলেও, হাঁটতে যান বা বই পড়ুন।
- দিনে অন্তত ১৫ মিনিট মেডিটেশন বা চুপ করে বসে থাকার চেষ্টা করুন।
- একটি 'ডিজিটাল ডায়েরি' রাখুন, যেখানে আপনি নিজের পরিবর্তন লিখে রাখবেন। তবে সকালে কিছুক্ষণ কাগজে-কলমে লেখালেখি করুন।

ছোটদের জন্য

- খাওয়ার সময় ফোনে হাত দেবেন না। স্ক্রিন টাইম বেঁধে দিন।
- একসঙ্গে বসে ছোটদের সঙ্গে কথা বলুন, গল্প বলুন। রাতে মাঝে মাঝে একটু ফ্যামিলি গেম খেলুন।

যাঁরা কর্মরত

- অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা মিটিং চলাকালীন ফোন সাইলেন্ট রাখুন।
- ই-মেইল ও মেসেজ চেকের নির্দিষ্ট সময় ঠিক করুন।
- কাজের ফাঁকে প্রতি ঘণ্টায় ৫ মিনিট স্ক্রিন ফ্রি বিরতি নিন।
- খাওয়ার সময় বা লাঞ্চ ব্রেকে সহকর্মীদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলুন। ফোনে থাকবেন না।

আরও কিছু কথা

পরিবারে একজন 'ডিটক্স লিডার' হোন যিনি সবাইকে উৎসাহ দেবেন। ফোনে সময় কাটানোর বদলে নতুন কিছু শিখতে বলুন, পরিবারকে এবং নিজেকেও সময় দিন। রোজ একটা কাজ সবাই মিলে করুন। লাঞ্চ বা ডিনার টেবিলে ফোন নয়, সবার সঙ্গে কথা বলুন। ফোনে চ্যাটিং নয়, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন, সামনে বসে আড্ডা দিন। এই ছোট ছোট ডিজিটাল ডিটক্স আমাদের মধ্যের হতাশা, অবসাদ কাটিয়ে মনকে আরও মজবুত করবে।

মাঠে ময়দানে
29 July, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অন্যেরা বারবার সুযোগ পায়। শুধু আমার ছেলে পায় না।
ওয়াশিংটনের সুখের দিনে মুখ খুললেন বাবা মনি সুন্দর

দাবা বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস দিব্যার

বাতুমি, ২৮ জুলাই : চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে ইতিহাস দিব্যা দেশমুখের। প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু হিসাবে মেয়েদের দাবা বিশ্বকাপ জিতলেন ১৯ বছর বয়সী দিব্যা। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে সোমবার তিনি টাইব্রেকারে ২.৫-১.৫ স্কোরে হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় দাবাড়ু কোনেরু হাম্পিকে। পুরুষদের কনিষ্ঠতম দাবা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ডি গুকেশ। এবার দেশকে গর্বিত করলেন দিব্যা।

এর আগে প্রথম দু'টি ক্লাসিক্যাল গেম ড্র হওয়াতে খেতাবি লড়াই গড়িয়েছিল টাইব্রেকারে। সেখানে প্রথম র‍্যাপিডে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন দিব্যা। অন্যদিকে, কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলছিলেন হাম্পি। তিনি শুরু করেন পেট্রভস ডিফেন্স দিয়ে। দু'জনেই খুব দ্রুত চাল দিচ্ছিলেন। যদিও জেতার মতো সুযোগ কেউই তৈরি করতে পারেননি। ফলে ড্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন দিব্যা ও হাম্পি।

দ্বিতীয় র‍্যাপিড গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন হাম্পি। তিনি শুরু করেন কুইন্স গ্যাম্বিট দিয়ে। তবে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলা দিব্যা শুরু থেকেই দ্রুত চাল দেওয়ার লড়াইয়ে হাম্পিকে পিছনে ফেলে দেন। একটা সময় তো হাম্পির থেকে ৮ মিনিট এগিয়ে যান দিব্যা। ফলে বাধ্য হয়েই দ্রুত চাল দিতে গিয়ে চাপের মুখে একটা ভুল চাল দিয়ে ফেলেন হাম্পি। আর সেটাই কাজে লাগান দিব্যা। ৩৪ চালের পর, হার মেনে নিতে বাধ্য হন হাম্পি। ৩৮ বছরের হাম্পির থেকে অভিজ্ঞতায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন দিব্যা। কিন্তু আক্রমণাত্মক স্ট্র্যাটেজিতে প্রতিপক্ষকে মাত করে দিলেন। প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি দিব্যা। কেঁদে ফেলেন তিনি। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন মাকে।

চৌষট্টি খোপের নতুন রানি দিব্যা।

এদিন বিশ্বকাপ জেতার সঙ্গে সঙ্গে দিব্যার বাড়তি প্রাপ্তি গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম। তিনি চতুর্থ ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু, যিনি গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পেলেন। সব মিলিয়ে ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে তিনি ৮৮তম গ্র্যান্ডমাস্টার। দিব্যার কোচ শ্রীনাথ নারায়ণ আবার নিজের ছাত্রীর সঙ্গে তুলনা টেনেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনির। তাঁর বক্তব্য, চাপের মুখে ধোনির মতোই মাথা ঠান্ডা থাকে দিব্যার। সদ্য বিশ্বকাপজয়ী দিব্যা বলছেন, এই খেতাব আমার কাছে বিরাট প্রাপ্তি। আশা করি, এটা সবে শুরু। ভবিষ্যতে আরও সাফল্য পাব। তবে তার জন্য আমাকে আরও উন্নতি করতে হবে। একদিন গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পাব বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সেটা বিশ্বকাপ জিতে পাব, এতটা ভাবিনি।

ট্রফিতে চোখ সাত্ত্বিকদের

ম্যাকাও ওপেন

ম্যাকাও, ২৮ জুলাই : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ম্যাকাও ওপেন সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টন ওপেন। আর মরশুমে প্রথম ট্রফি জয়ের লক্ষ্য নিয়ে কোর্টে নামবেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। যাতে আগামী মাসে প্যারিসে আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামতে পারেন।

চোটের জন্য বেশ কয়েক মাস বাইরে ছিলেন ভারতীয় জুটি। এরপর কোর্টে ফিরলেও, কোনও টুর্নামেন্ট জিততে পারেননি। তবে চিনা ওপেন, ইন্ডিয়া ওপেন, সিঙ্গাপুর ওপেন, মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। ম্যাকাও ওপেনের প্রথম রাউন্ডে সাত্ত্বিকদের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়ার লো হাং উই ও নাগ এং চিয়াং।

এদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসে নামবেন লক্ষ্য সেন, এইচ এস প্রণয়, আয়ুষ শেঠিরা। দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলা লক্ষ্য অভিযান শুরু করবেন কোরিয়ান প্রতিপক্ষ জিওন হাইওক জিনের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। প্রথম রাউন্ডে প্রণয়ের প্রতিপক্ষ কোয়ালিফায়ার থেকে উঠে আসা কোনও শাটলার। পিভি সিন্ধু এই টুর্নামেন্টে খেলছেন না। মেয়েদের সিঙ্গলসে ভারতের বাজি ১৬ বছরের উন্নতি হুডা। যিনি সদ্য জাপান ওপেনে সিন্ধুকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন। মেয়েদের ডাবলসে নজর থাকবে গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জোলির দিকে।

গম্ভীরের দুই সহকারী চাকরি হারাতে পারেন

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ জুলাই : ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট চোখ খুলে দিয়েছে বিসিসিআই কর্তাদের। ফলে ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকা সহকারী কোচেরা এখন স্ক্যানারের সামনে। অভিষেক নায়ারকে সাতমাস কাজ করার পর না করে দেওয়া হয়েছিল। এবার একই হাল হতে পারে মর্নি মর্কেল ও রায়ান টেন দুশখাতের।

গত জুলাইয়ে হেড কোচ হয়ে আসার পর গম্ভীর পছন্দের কোচেদের দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দলের লাগাতার খারাপ পারফরম্যান্সের পর নড়েচড়ে বসেছে বিসিসিআই। গম্ভীর জমানায় প্রথমবার হোয়াইটওয়াশ হয়েছে। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় হার। সবশেষে ইংল্যান্ডেও অপ্রত্যাশিত খারাপ ফল।

গম্ভীর কোচ হয়ে নায়ার ও দুশখাতেকে সহকারী কোচ করেছিলেন। দু'জনেই তাঁর সঙ্গে ২০২৪-এর আইপিএলে কেকেআরে কাজ করেছিলেন। পরে গম্ভীর মর্কেলকে নিয়ে আসেন। যিনি তাঁর সঙ্গে লখনউ সুপার জায়ান্টসে কাজ করেছেন। এই তিনজনকেই সহকারী কোচ বলা হলেও নায়ার দলের ব্যাটিং দেখতেন। মর্কেল বোলিং। আর দুশখাতে ছিলেন মেন্টাল কোচ।

নায়ারকে আগেই সরিয়ে দিয়েছিল বিসিসিআই। এখন নজরে বাকি দু'জন। ট্যাকটিক্স ও দল নির্বাচনে ব্যর্থতাই কারণ বলে জানা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় দুই প্রধান বোলার বুমরা ও সিরাজকে প্রচুর ওয়ার্কলোড নিতে হয়েছিল। এই কোচেরা সেটা দেখেননি। ইংল্যান্ডেও একই অবস্থা। বুমরা ১১৯.৪ ওভার বল করে ফেলেছেন। সিরাজ হাত ঘুরিয়েছেন জাদেজার থেকেও বেশি।

কুলদীপকে না খেলানোও একটা ইস্যু। উইকেট পাটা হলেও স্পিনাররা কমবেশি টার্ন পাচ্ছেন। কিন্তু কুলদীপের কথা ভাবা হয়নি। অথচ তিনি বল করলে উইকেট পান। ম্যাঞ্চেস্টারে ওয়াশিংটনকে ৬৯তম ওভারে বল করতে আনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তরুণ অধিনায়ককে কোচ বা তার সহকারীরা সঠিক দিশা দেখাতে পারছেন না বলে অভিযোগ।

অনেকে বলছেন, কোচেরা ব্যালান্সের কথা বলেন। কিন্তু একজন বিশ্বমানের স্পিনারকে বসিয়ে রাখার ফল ভুগতে হয়েছে দলকে। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের ফল যাই হোক না কেন, মর্কেল ও দুশখাতে সম্ভবত ছাঁটাই হবেন। তবে সাদা বলের ক্রিকেটে এই দু'জনের পারফরম্যান্স খুব খারাপ নয় বলে হয়তো এঁরা এশিয়া কাপ পর্যন্ত থাকবেন। কিন্তু ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে গম্ভীরের দুই সঙ্গীকে হয়তো সরতে হবে।

মেয়েদের ইউরোতে চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড

বাসেল, ২৮ জুলাই : স্পেনকে টাইব্রেকারে হারিয়ে মেয়েদের ইউরো জিতল ইংল্যান্ড। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার। একই সঙ্গে দু'বছর আগে মেয়েদের বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের মধুর বদলা নিলেন ইংল্যান্ডের মেয়েরা। সুইজারল্যান্ডের বাসেলে আয়োজিত ফাইনালে নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলার ফল ছিল ১-১। টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে বাজিমাত করে ইংল্যান্ড। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ফাইনালে প্রথম পিছিয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ড। ম্যাচের ২৫ মিনিটে মারিওনা কালদেন্তের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্পেন। প্রথমার্ধের বাকি সময়ও ইংল্যান্ডকে চাপে রেখেছিলেন স্প্যানিশ মেয়েরা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় ইংল্যান্ড। ৫৭ মিনিটে ১-১ করে দেন অ্যালেসিয়া রুসো। বক্সের বাইরে থেকে ক্রস ভাসিয়েছিলেন ক্লোয়ি কেলি। তাতে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন রুসো। এরপর অনেক চেষ্টা করেও আর কোনও গোল করতে পারেনি দু'দল।

টাইব্রেকারে প্রথম চারটি শটে তিনটিতেই গোল করতে ব্যর্থ হয় স্পেন। অন্যদিকে, ইংল্যান্ড নিজেদের প্রথম চারটি শটের দু'টি গোল করে। ইংল্যান্ডের হয়ে পঞ্চম তথা শেষ শট নেন কেলি। তিনি লক্ষ্যভেদ করতে, স্পেনের পঞ্চম শট নেওয়ার আর দরকার পড়েনি। টানা দ্বিতীয়বার ইউরো জিতে উচ্ছ্বসিত ইংল্যান্ডের কোচ সারিনা ভাইগমান। তিনি বলেন, এই দলের কোচ হতে পেরে আমি গর্বিত। আরও একবার আমরা ইউরোপ সেরা! অবিশ্বাস্য অনুভূতি।

অভিনেতার সঙ্গে বাগদান, ৪৫-এও খেতাব ভেনাসের

নিউ ইয়র্ক, ২৮ জুলাই : তিনি না বললে কেউ তাঁর ভেতরের খবর জানতে পারে না। এতটাই প্রাইভেট পার্সন ভেনাস উইলিয়ামস। শুধু ২০২৪-এর জুলাইয়ে ইতালির নেরানোতে তাঁকে এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে বোটিং করতে দেখা গিয়েছিল। খবরটা ছড়িয়েছিল। কে তিনি সেটা এতদিনে জানা গেল। আর সেটা সেরেনা উইলিয়ামসের দিদি নিজে থেকে বললেন বলে। তিনি অভিনেতা-প্রযোজক আন্দ্রে প্রিটি। যার সঙ্গে এনগেজমেন্টের কথা জানিয়েছেন সাতবারের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী মহিলা টেনিস তারকা।

দীর্ঘদিন টেনিসের বাইরে থাকার পর ৪৫ বছর বয়সে ওয়াশিংটন ওপেনে ফিরেছিলেন ভেনাস। আর সেখানেই তিনি মিডিয়াকে মনের মানুষের খোঁজ দিয়েছেন। আসলে যিনি ভেনাসের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি তাঁকে এনগেজড ওমেন বলে অভিহিত করেন। তারপর জানতে চান পার্টনার তাঁকে টেনিসে ফিরতে কতটা সাহায্য করেছেন? ভেনাস জবাবে বলেন, আমার ফিঁয়াসে এখানেই আছে। ও আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। ভেনাস জানান, ব্রেকের সময় তাঁর বয়ফ্রেন্ড তাঁকে কোর্টে ফেরার উৎসাহ দিয়েছেন।

ভেনাস জানান, টেনিস খুব কঠিন খেলা। আপনারা জানেন না কত পরিশ্রম করতে হয় এতে। ওজন তোলা খুব পরিশ্রমসাধ্য কাজ। কিন্তু এটাই দিনের পর দিন করতে হয়। ভেনাস বলেছেন তাঁর পার্টনার সারাক্ষণ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে গেলেও কখনও তাঁর খেলা দেখেননি। 'ওয়ান মোর ডে' খ্যাত অভিনেতা আন্দ্রে নামী প্রযোজকও। এদিকে, ভেনাস সিনসিনাটি ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছেন। বুধবার থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে। ১৬ মাস কোর্টের বাইরে থাকার পর ডব্লুটিএর সবথেকে বয়স্ক প্লেয়ার হিসাবে ভেনাস মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ওপেন জেতেন।

কোল্ডপ্লের কিসক্যামে এবার ধরা পড়লেন মেসি। তবে মায়ামি স্টেডিয়ামের প্রাইভেট সুইটে মেসির সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আন্তোনেলা ও তিন পুত্র

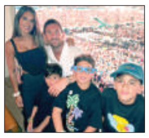

জয়ের নায়ক লুকা। সোমবার যুবভারতীতে। ছবি — দেবস্মিত মুখোপাধ্যায়

লুকা জেতালেন ডায়মন্ড হারবারকে

ডায়মন্ড হারবার ২ মহামেডান ১

প্রতিবেদন : জয় দিয়েই ডুরান্ড কাপ অভিযান শুরু করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মহামেডান স্পোর্টিংকে ২-১ ব্যবধানে হারাল কিবু ভিকুনার দল। শেষ মুহূর্তে জয়সূচক গোল করে ম্যাচের নায়ক লুকা মাজসেন। বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট না করলে, ডায়মন্ড হারবারের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ত।

এদিন ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলেভেইরাকে রেখে দল মাঠে নামিয়েছিলেন কিবু। অভিজ্ঞ লুকাকে শুরুতে রিজার্ভ বেঞ্চে রেখেছিলেন ডায়মন্ড হারবার কোচ। কিন্তু বিদেশিহীন মহামেডানের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছে কিবুর দল। বরং ভাঙাচোরা দল নিয়েও বারবার ডায়মন্ড হারবার রক্ষণের পরীক্ষা নিচ্ছিল মহামেডান। মাঝে মাঝে এতটাই চাপ তৈরি করছিল যে, রক্ষণকে সাহায্য করতে নীচে নেমে আসতে হচ্ছিল ক্লেটনকে।

তবুও বিরতির আগে অন্তত দু'বার গোল করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন ক্লেটন। প্রথমবার বক্সের মধ্যে সুবিধেজনক জায়গায় বল পেয়েও শট নিতে দেরি করায়, তা বিপন্মুক্ত করে দেয় মহামেডানের এক ডিফেন্ডার। আরেকবার বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ক্লেটনের শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। উল্টে ৩৫ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় মহামেডান।

ডানপ্রান্ত দিয়ে তীব্র গতিতে ডায়মন্ড হারবারের বক্সে ঢুকে পড়েন আদিসন সিং। এরপর ডান পায়ের গড়ানে শট পরাস্ত করেন বিপক্ষ গোলকিপার মিরশাদকে।

বিরতির সময় এক গোলে পিছিয়ে থেকেই মাঠ ছাড়ে ডায়মন্ড হারবার। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জোড়া পরিবর্তন করেন কিবু। মাঠে নামিয়ে দেন লুকা ও স্যামুয়েলকে। মাঠে নামিয়ে দেন। মাঠে নেমেই চমৎকার ব্যাক হিলে স্যামুয়েলকে বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন লুকা। কিন্তু তাঁর জোরালো শট দারুণভাবে বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষ গোলকিপার। ৫১ মিনিটেই গোল শোধ করে দিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। স্যামুয়েলের ক্রস থেকে জোরালো হেডে গোল করেন সাইরুয়াট কিমা।

এরপর অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই গোলের দেখা পাচ্ছিল না ডায়মন্ড হারবার। অবশেষে সংযুক্ত সময়ে (৯১ মিনিটে) লুকার গোলের স্বস্তি ফেরে। বিপক্ষ রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে তা জালে জড়াতে কোনও ভুল করেননি অভিজ্ঞ বিদেশি স্ট্রাইকার।

তিন পয়েন্ট পেতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

সামনে বিএসএস

ইস্টবেঙ্গলের ভরসা সায়ন।

প্রতিবেদন : ডার্বি জেতার আবহেও স্বস্তি নেই লাল-হলুদ শিবিরে। মঙ্গলবার কলকাতা লিগে বিএসএসের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। বিকেল তিনটেয় ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে ম্যাচ। তার আগে কোচ বিনো জর্জের কপালে চিন্তার ভাঁজ!

মোহনবাগান ম্যাচে লাল কার্ড দেখায়, মঙ্গলবার নেই আমন সিকে। এছাড়া ডার্বির দুই গোলদাতা জেসিন টিকে ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোট রয়েছে। সোমবার এমআরআই হয়েছে জেসিনের। ফিট হতে দিন দশেক সময় লাগবে। ফলে এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না। এই পরিস্থিতিতে সদ্য দলে যোগ দেওয়া কেরলের স্ট্রাইকার আশিকের লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ঘটতে পারে।

ডার্বি জিতলেও, কলকাতা লিগে খুব একটা ভাল জায়গায় নেই ইস্টবেঙ্গল। ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের পাঁচ নম্বরে রয়েছেন সায়নরা। অন্যদিকে, সমান ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে রয়েছে বিএসএস। ইস্টবেঙ্গলের সামনে সুযোগ রয়েছে মঙ্গলবার জিতে তিন নম্বরে উঠে আসার। কঠিন পরিস্থিতিতেও তিন পয়েন্ট পেতে মরিয়া বিনো। লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কোচ বলছেন, ডার্বি জেতার পর ফুটবলাররা আত্মবিশ্বাসী। টিমে চোট-আঘাত সমস্যা রয়েছে। তবে আমরা কাল তিন পয়েন্টের জন্য শুরু থেকেই ঝাঁপাব। ফুটবলাররাও জানে কালকের ম্যাচের গুরুত্ব কতটা।

আজ মোহনবাগান দিবস, প্রস্তুতি তুঙ্গে

প্রতিবেদন : প্রতি বছরের মতো এবারও ২৯ জুলাই পালিত হবে মোহনবাগান দিবস। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার দুপুরে অমর একাদশের মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এরপর ক্লাবের পতাকা উত্তোলন। দুপুরেই ক্লাবের মাঠে হবে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রদর্শনী ম্যাচ। বিকেলে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে মূল অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবেন সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ। থাকছে ইমন চক্রবর্তীর গানের অনুষ্ঠানও। এবছর মোহনবাগান রত্ন সম্মান পাচ্ছেন স্বপনসাধন (টুটু) বোস। মতি নন্দী সম্মান দেওয়া হবে দুই বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক মানস চক্রবর্তী ও অরুণ সেনগুপ্তকে (দু'জনেই মরণোত্তর)। জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হবে প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজু মুখোপাধ্যায়কে। বর্ষসেরা ফরোয়ার্ডের পুরস্কার পাবেন জেমি ম্যাকলারেন। এই পুরস্কারটি প্রয়াত সুভাষ ভৌমিকের নামাঙ্কিত। বর্ষসেরা ফুটবলার আপুইয়া। তিনি পাচ্ছেন শিবদাস ভাদুড়ির নামাঙ্কিত ট্রফি। বর্ষসেরা যুব ফুটবলারের পুরস্কার পাবেন দীপেন্দু বিশ্বাস। বর্ষসেরা হকি খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাবেন অর্জুন শর্মা। বর্ষসেরা ক্রিকেটার রণজোৎ সিং খাইরা।

প্রয়াত তপন

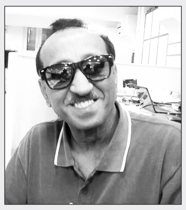

প্রতিবেদন : ময়দানকে জীবনের মতোই ভালবাসতেন। ঘুরে বেড়াতেন এ-মাঠ থেকে ও-মাঠ। কখনও শ্রাবণের বৃষ্টিতে প্যান্ট গুটিয়ে কাদা মাঠেই। খেলোয়াড়, কর্তা, রেফারি, আম্পায়ার, স্কোরার সবার কাছে তিনি ছিলেন তপনদা। ভালবাসতেন হকি, জিমন্যাস্টিক, সাঁতার, ভলিবল, টেবল টেনিসের মতো স্পোর্টস কভার করতে। সেই সদাহাস্যময়, পরোপকারী, অন্যের দুঃখে সমব্যথী ক্রীড়া সাংবাদিক তপন দাম প্রয়াত হলেন সোমবার। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। অসুস্থ ছিলেন কিছুদিন। কিন্তু তপনদা আছেন, এটাই অনেক ছিল স্থানীয় ক্রীড়া সাংবাদিক মহলে। সত্তরের শেষ থেকে আশির দশকে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে লেখালেখি করেছেন। কাজ করেছেন যুগান্তর, সংবাদ প্রতিদিন-এর মতো দৈনিকে। একসময় যুক্ত ছিলেন আকাশবাণীর সঙ্গেও। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাঁর। ছিলেন বিভিন্ন পদে। নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

সুনীলদের কোচের নাম ঘোষণা শুক্রবার

দৌড়ে এগিয়ে খালিদ জামিল।

প্রতিবেদন : সবকিছু ঠিক থাকলে, শুক্রবারই জানা যাবে ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন কোচের নাম। সেদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে সুনীল ছেত্রীদের কোচ কে হচ্ছেন। সোমবার এই খবর জানিয়েছেন ফেডারেশনের এক অন্যতম শীর্ষ কর্তা।

ভারতের কোচ হওয়ার জন্য মোট ১৭০টি আবেদন জমা পড়েছিল। সেখান থেকে তিনজনের নাম শর্টলিস্ট করা হয়েছে। এই তিনজন হলেন খালিদ জামিল, স্টিভেন কনস্ট্যান্টাইন ও স্টেফান তারকোভিচ। এঁদের মধ্যে দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন খালিদ। ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি তাঁকেই কোচ করার জন্য সুপারিশ করেছেন। তবে খালিদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে রয়েছে, লম্বা সময়ের চুক্তির দাবি। খালিদ জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি চান। যা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে ফেডারেশন। যদি শর্ত নিয়ে দু'পক্ষ একমত হয়, তাহলে খালিদই ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন কোচ হতে চলেছেন।

কিন্তু সেটা না হলে, কনস্ট্যান্টাইন ফের সুনীলদের কোচ হিসাবে ফিরতে চলেছে। আরেক দাবিদার তারকোভিচের কোচ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা কার্যত নেই। কনস্ট্যান্টাইন এর আগে ভারতের কোচ হিসাবে সফল হয়েছিলেন। তাঁকে কোচ করতে আগ্রহী ফেডারেশনের একটা অংশ।

হ্যাটট্রিক রিন্টুর

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের (বিসি রায় ট্রফি) ফাইনালে বাংলা। সোমবার সেমিফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা ৩-২ গোলে হারিয়েছে মিজোরামকে। পাঞ্জাবের জিএনডিইউ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে দুরন্ত হ্যাটট্রিক করে নায়ক রিন্টু মালিক। বুধবার ফাইনালে ফাল্গুনী দত্তের প্রশিক্ষণাধীন বাংলা মুখোমুখি মণিপুরের।

হিমাচলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলা

প্রতিবেদন : হিমাচল প্রদেশকে ৯৪ রানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ আন্তঃরাজ্য ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট জিতল বাংলা। এর আগে মাল্টি ডে টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বাংলার ছেলেরা। প্রাক মরশুম টুর্নামেন্টে ভাল করার পর বোর্ডের টুর্নামেন্টেও বাংলার ভাল করা নিয়ে আশাবাদী সিএবির অনেকে। সোমবার পন্ডিচেরিতে এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে বাংলা ৪৭.৪ ওভারে তুলেছিল ৩০০ রান। অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায় ১২০, সায়ন পাল ৮৭ রান করেছেন। জবাবে হিমাচল প্রদেশ ৪১.২ ওভারে অল আউট হয়ে যায় ২০৬ রানে। সঙ্কেত শর্মা ও লক্ষ্য ঠাকুর তিনটি করে উইকেট নেন।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্টোকসের দল ভণ্ড, নির্লজ্জ। অ্যাসেজের আগে ইংল্যান্ডকে বাগে পেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়া

ঘরে-বাইরে তোপের মুখে স্টোকস

ইংল্যান্ড হলে কী করত : গম্ভীর

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ জুলাই : ঘরে-বাইরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়লেন বেন স্টোকস। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের শেষদিন আগেভাগে ভারতীয় ব্যাটারদের ড্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে নিজের মুখ পুড়িয়েছেন তিনি।

সঞ্জয় মঞ্জরেকর বলেছেন, স্টোকস বখে যাওয়া বাচ্চার মতো আচরণ করেছে। এই নিয়ে জোনাথন ট্রট আবার বলেছেন, ইংল্যান্ড ক্রিকেটে এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। ম্যাচের আর ফয়সালা হওয়ার ব্যাপার না থাকলে ড্র মেনে নাও। এখানে ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের সুযোগ নেই। কিন্তু তাঁকে পাল্টা দিয়ে মঞ্জরেকর বলেন, ট্রট অন্য সংস্কৃতি থেকে এসেছেন। কিন্তু গোটা পৃথিবী ইংল্যান্ডের মতো করে ক্রিকেট খেলে না।

নাসের হুসেন গোটা ঘটনায় স্টোকসকেই দুষেছেন। তিনি বলেছেন, মনে হয় ওরা ক্লান্ত ছিল। না হলে আমি তো সমস্যার কিছু দেখছি না। আর কেউ যদি ৮০-৯০-তে থাকে, সে তো সেঞ্চুরির চেষ্টা করবেই। স্টোকসের উচিত হয়নি হ্যারি ব্রুককে দিয়ে বল করানো। এটা হাস্যকর লাগল আমার। ওরা বিষয়টিকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। ভারত ভাল খেলেছে, এটা মেনে নিতে হবে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বিতর্কিত সেই মুহূর্ত।

ভারতীয় কোচ গম্ভীর এই ইস্যুতে নিজের ছেলেদের পাশেই রয়েছেন। তিনি ম্যাচের শেষে বলেন, দু'জন যদি একশোর কাছাকাছি থাকে তাহলে সেঞ্চুরি তাদের প্রাপ্য নয়? ইংল্যান্ডের কেউ যদি ৮৫-৯০ রানে থাকত তাহলে কি ওরা বেরিয়ে যেত? কেউ যদি প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির কাছে থাকে তাহলে ওকে সেই সুযোগ দেব না? আসলে গন্ডগোল ওরাই পাকিয়েছে। ইংল্যান্ড যদি এভাবে খেলতে চায় তাহলে খেলুক। আমাদের কিছু করার নেই। তবে দিনের শেষে আমাদের দুই ব্যাটার ওদের প্রাপ্য সেঞ্চুরি পেয়েছে, এটাই ভাল ব্যাপার।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস অবশ্য সাফাই দিয়েছেন এই বলে যে, তাঁর বোলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পঞ্চম টেস্টের আগে তিনি বোলারদের একটু বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যাই বলুন, গোটা ঘটনা তাঁর বিরুদ্ধেই গিয়েছে।

কুলদীপ- আকাশ ওভালে খেলবেন

লন্ডন, ২৮ জুলাই : ৩১ জুলাই ওভালে শুরু হবে পঞ্চম টেস্ট। ইংল্যান্ড ইতিমধ্যেই দল ঘোষণা করে দিয়েছে। ভারতীয় দল ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লন্ডনে ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার থেকে ওভাল টেস্টের প্রস্তুতি শুরু হবে। আর যা খবর তাতে কুলদীপ যাদবকে অবশেষে প্রথম এগারোয় রাখতে চলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। ২০২৪-এর অক্টোবরের পর কুলদীপ কোনও টেস্ট খেলেননি। শোনা যাচ্ছে শার্দূল ঠাকুরের জায়গায় তিনি দলে আসবেন। সেক্ষেত্রে তিন স্পিনারে খেলবে ভারত। দুই সিমার মহম্মদ সিরাজ ও আকাশ দীপ। আকাশ চোটের জন্য ম্যাঞ্চেস্টারে খেলেননি। তাঁর জায়গায় বুমরা এসেছিলেন। এবার তিনি বিশ্রাম নেবেন। সিরিজের আগেই ঠিক হয়েছিল যে বুমরা তিনটি টেস্ট খেলবেন।

বিতর্কে সাফাই স্টোকসের

১০ রান না করলে, কিছুই বদলাত না

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ জুলাই : ড্রয়ের অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়ে ঘরে-বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে বেন স্টোকস। ম্যাঞ্চেস্টার শেষ হলেও, এই বিতর্ক থামেনি। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড অধিনায়কের সাফাই, ১০ রান না করলে, কিছুই বদলে যেত না।

নিজের অবস্থানে অনড় রুটের বক্তব্য, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর অসাধারণ লড়াই করেছে। আমাদের জয় ওরাই আটকে দিল। ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ৮০-৯০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে বাঁচিয়ে মাঠ ছাড়ার তৃপ্তি সেঞ্চুরির থেকেও বড়। তোমরা দলের জন্য কী লড়াইটাই না করেছ। তোমরাও জানো, আরও ১০টা রান না করলেও কিছু বদলে যেত না। যে কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে তোমরা সিরিজ হারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, তার গুরুত্ব সেঞ্চুরি দিয়ে মাপা যায় না।

স্টোকস আরও বলেন, আমাদের বোলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যদি জেতার সুযোগ থাকত, তাহলে খেলা চালিয়েই যেতাম। কিন্তু যখন ড্র-ই হচ্ছে, তখন কেন অহেতুক ঝুঁকি নেব? আমি চাইনি, আমাদের বোলাররা চোট পাক।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ওভাল টেস্টের দল ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের দল অপরিবর্তিত রেখে, ১৫তম সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে জেমি ওভারটনকে। ৩১ বছর বয়সী পেসার অলরাউন্ডার এখনও পর্যন্ত একটি টেস্ট খেলেছেন। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ওভালে স্টোকসের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই ব্যাকআপ হিসাবে নেওয়া হয়েছে ওভারটনকে।

শেষ টেস্টেও বুমরাকে দেখতে চান গাভাসকর

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ জুলাই : ম্যাঞ্চেস্টারে ড্রয়ের পর ওভালে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঝাঁপাবে ভারত। এমনটাই ধারণা সুনীল গাভাসকরের। একই সঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মনে করছেন, সিরিজের শেষ টেস্টেও জসপ্রীত বুমরাকে খেলাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ এটাই সিরিজ বাঁচানোর শেষ সুযোগ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে আপাতত ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছেন শুভমন গিলরা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ওভালে শুরু হচ্ছে সিরিজের শেষ টেস্ট ম্যাচ। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট আগেই জানিয়ে রেখেছে, ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে এই সিরিজে বুমরাকে তিনটের বেশি টেস্ট খেলানো হবে না। যা ইতিমধ্যেই ভারতীয় পেসার খেলে ফেলেছেন। ওভালে বুমরার খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন গৌতম গম্ভীর ও শুভমন। গম্ভীরের বক্তব্য, আমাদের সব ফাস্ট বোলারই ফিট। তবে বুমরা খেলবে কি না, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। অন্যদিকে, শুভমন বলেন, বুমরা ওভালে খেললে দারুণ হবে। তবে ও খেলবে কি না, সেটা জানার জন্য কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে গাভাসকরের বক্তব্য, আশা করি, বুমরা ওভালে খেলবে। সঙ্গে মহম্মদ সিরাজও। কারণ ভারতীয় দলের কাছে এটা মরণ-বাঁচন ম্যাচ। হাতে খুব বেশি সময় নেই। বিশ্রামের জন্য বুমরারা দুটো দিন হাতে পাবে। তবে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের শেষ দেড় দিন ওরা ভালই বিশ্রাম পেয়েছে। কারণ ভারতের মাত্র চারটে উইকেট পড়েছিল। আমার মনে হচ্ছে, বুমরা ওভালে খেলবে। সানির সংযোজন, ওভালে শার্দূল ঠাকুর ও অংশুল কম্বোজের বদলে কুলদীপ যাদব এবং আকাশ দীপকে খেলানো হোক। তাতে ভারতীয় বোলিংয়ের তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা দুটোই বাড়বে। ম্যাঞ্চেস্টারে চাপে মুখে জাদেজা এবং ওয়াশিংটন যেভাবে ব্যাট করেছে, তাতে শার্দূলকে বসিয়ে কুলদীপকে খেলানো যেতেই পারে।

দেখিয়ে দিয়েছি কেন আমরা গ্রেট দল : গিল

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ জুলাই : ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট যেভাবে ড্র করেছেন, তাতে গর্বিত শুভমন গিল। ভারত অধিনায়ক কোনও রাখঢাক না করেও জানাচ্ছেন, আমাদের দলটা যে গ্রেট, সেটা প্রমাণ করেছি।

বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমন বলেছেন, ১৪০ ওভার ধরে একই মানসিকতা দেখানো খুব কঠিন। আর এটাই একটা ভাল দল ও একটা গ্রেট দলের মধ্যে পার্থক্য। আমার ধারণা, ম্যাঞ্চেস্টারে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, কেন আমাদের এই দলটা গ্রেট। শুভমন আরও বলছেন, শূন্য রানে দু'উইকেট হারানোর পর, রাহুল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ খুব তৃপ্তিদায়ক। সেখান থেকেই বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল, আমরা পারব। আমাদের জুটির পরেই বুঝে যাই, এই টেস্ট আমরা বাঁচিয়ে দেব। যে কঠিন পরিস্থিতি থেকে আমরা টেস্ট ড্র করতে পেরেছি, তা অসম্ভব তৃপ্তি দিচ্ছে। আমি দারুণ খুশি।

রবীন্দ্র জাদেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রশংসা করে শুভমন আরও বলেন, জাড্ডু ভাই আর ওয়াশিংটন যখন ব্যাট করছিল, তখন পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চম দিনের পিচ বোলারদের বাড়তি সাহায্য করছিল। কোনও বল লাফাচ্ছিল আবার কোনটা নিচু হচ্ছিল। কিন্তু ওরা দু'জন ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে গেল। দু'জনেই সেঞ্চুরি করল। এটা অসাধারণ কৃতিত্ব।

আবেগে ভাসছেন ওয়াশিংটনও। ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি স্বাদ পেলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। ওয়াশিংটনের বক্তব্য, অসাধারণ অনুভূতি। যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। টেস্টে প্রথমবার সেঞ্চুরি করলাম। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ক্রিজে গিয়েছিলাম একটাই লক্ষ্য নিয়ে, গোটা দিন ব্যাট করব। কোচের কাছ থেকেও এই বার্তাই পেয়েছিলাম। আমি সত্যিই খুশি যে, নিজের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে পেরেছি। ওয়াশিংটনের সংযোজন, পিচ ভেঙে গিয়েছিল। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করতে হয়েছে। ভাল বলকে সম্মান করেছি। জাড্ডু ভাই তো অসাধারণ। সারাক্ষণ আমাকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে। এই ড্র আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

ওভালে জিতে ফেরো, দলকে বার্তা ঋষভের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ জুলাই : মাঠে না থাকলেও, তাঁর হৃদয় থাকবে ভারতীয় দলের সঙ্গেই। সাফ জানালেন ঋষভ পন্থ। সোমবার দেশে ফিরছেন পন্থ। সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের প্লাস্টার করা ডান পায়ের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। ভাঙা পা ঠিক হয়ে গেলেই রিহ্যাব শুরু করব। দেশের হয়ে খেলাই আমার জীবনের সবথেকে গর্বের মুহূর্ত। যে কাজটা ভালবাসি, সেটা আবার করার জন্য তর সইছে না।

দেশে ফেরার পথে পন্থ।

ভাঙা পায়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের সিঁড়ি ভেঙে তিনি ব্যাট করতে নামছেন। এই দৃশ্য ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে এখনও টাটকা। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ক্রাচ নিয়েই মাঠে হাজির হয়েছিলেন পন্থ। বিশেষভাবে তৈরি জুতো পরে ব্যাট করতে নামার জন্য সাজঘরে তৈরিও ছিলেন। চোটের জন্য চলতি সিরিজের শেষ টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেও, ভারতীয় দলকে পন্থের বার্তা-- ওভালে জিতে ফিরো।

বিসিসিআই টিভিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্থ বলেছেন, ব্যক্তিগত রেকর্ডের দিকে কখনও তাকাই না। বরং দলের জন্য কোনটা ভাল, সেটা নিয়ে ভাবি। কঠিন পরিস্থিতিতে দল যেভাবে লড়াই করেছে, তা অসাধারণ। দলকে একটাই বার্তা দিতে চাই, ওভালে জিতে ফেরো। দেশের জন্য জিতে ফেরো। কারণ কঠিন সময়ে গোটা দেশ যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছে, সেটা দেখে আমার পক্ষে আবেগ ধরে রাখা সম্ভব নয়।

দলের স্বার্থে পন্থের এই মানসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীরও। তিনি বলেছেন, ঋষভ, দলের জন্য তুমি যা করেছ, তার কোনও তুলনাই নেই। আমি কোনও দিন আলাদা করে কারও কথা বলিনি। কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি শুধু আমাদের সাজঘরকেই উদ্বুদ্ধ করোনি। পরের প্রজন্মের কাছেও উদাহরণ তৈরি করেছ। তোমার এই লড়াই মনে রেখেই আমরা ওভালে নামব।